NARSINGHA

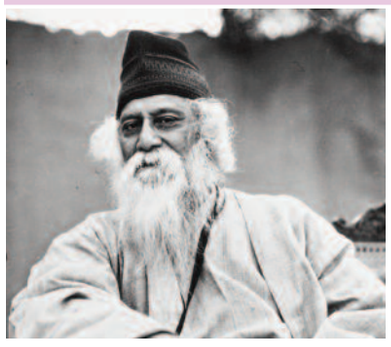

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আমাদের আবেগের উজ্জ্বলতায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বড়ো সম্পদ

আচমকা মৃত্যু সিপিআইএম প্রার্থীর, খুনের অভিযোগ তুলল পরিবার ৫

কলকাতা ৫ জুলাই ২০২৩ ১৯ আষাঢ় ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.7.2023, Vol.17, Issue No.25, 8 Pages, Price 3.00

সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত

কুয়েত, ৪ জুলাই: কুয়েতকে কুপোকাত করে সাফ কাপ জিতল ভারত। সাডেন ডেথের প্রথম শটে দুর্দান্ত সেভ গুরপ্রীতের। ম্যাচ জিতল ভারত। খেলার ফল ৬-৫। সাডেন ডেথের প্রথম শটে গোল করলেন ভারতের মহেশ সিং। ফাইনালেও সুনীল ছেত্রীদের আগ্রাসী খেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কোচ ইগর স্তিমাচ। অথচ ভারতীয় দল শুরু করল কিছুটা মন্থর ভাবে। ১৫ মিনিটে কুয়েত গোল করার পর ধীরে ধীরে খেলায় ফেরেন সুনীলেরা। ৩৮ মিনিটে ভারত সমতায় ফেরে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতের গোলে। এর পর অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গোল করতে পারল না কোনও দলই। ফলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। শেষ পর্যন্ত জয় পেল ভারত।

মুখ্যমন্ত্রীর অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৬ জুলাই অস্ত্রোপচার হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই সংবাদ টুইট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। পাশাপাশি জানিয়েছেন, খুব বড় অপারেশন নয় এটি। তবে এই অস্ত্রোপচারের কারণে তিনি যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে ঠিকভাবে অংশ নিতে পারছেন না তা জানিয়েও এদিন টুইটে দুঃখপ্রকাশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে একইসঙ্গে ওই টুইটেই তিনি জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচার হলেও তবু বিরোধী জোটের পরবর্তী বৈঠকে হাজির থাকছেন মমতা। প্রসঙ্গত, আগামী ১৭-১৮ জুলাই বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠক রয়েছে। তাতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা ছড়ায় উত্তরবঙ্গের এই ঘটনার পর। তবে এদিন সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জানিয়ে দেন, বিরোধী দলের বৈঠকে তিনি যাচ্ছেন।

বাস তুলে নিচ্ছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীর পরিবহণের জন্য বিপুল সংখ্যক বাস তুলে নিচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এই কারণে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতায় বাসের সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহত্তর কলকাতায় বিভিন্ন রুট থেকে প্রায় দেড় হাজার বাস তুলে ভোটের কাজে তুলে নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার থেকেই ওই সব বাস ভোটের ডিউটিতে চলে যাবে। ফলে বৃহস্পতিবার থেকে ভোটের দিন, অর্থাৎ শনিবার পর্যন্ত রাস্তায় বাসের সংখ্যা অনেকটাই কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে ভোটের কাজে ব্যবহারের জন্য কমিশন বাসের ভাড়া এবং কর্মীদের খাওয়ার খরচ না বাড়ানোয় বাস মালিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

দাম বাড়ল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাসের ৩ দিন কাটতে না কাটতেই এলপিজির দামে এল বদল। মঙ্গলবার ৪ জুলাই থেকেই বদলে গেল গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। তবে আমজনতার উপর আর প্রত্যক্ষ চাপ না বাড়িয়ে বৃদ্ধি করা হল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। মঙ্গলবার সরকারি তেল সংস্থাগুলির তরফে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৭ টাকা সিলিন্ডার পিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। দাম বৃদ্ধির ফলে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের নয়া রেট দাঁড়াল ১৯০২ টাকা টাকায়। যদিও গার্হস্থ্য গ্যাস সিলিন্ডারের রেটে কোনও পরিবর্তন আসেনি।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে অর্ধেক-অর্ধেক কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ রাখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ৫০-৫০ অনুপাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হোক।' সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে করা মামলায় এমনই প্রস্তাব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের। পাশাপাশি এদিন মঙ্গলবার এ প্রস্তাবও দেওয়া হয় যে, গণনা পর্যন্ত বাহিনী মোতায়েন রাখার। প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চের তরফে আদালতে মামলা করা হয়েছিল। তাদের আর্জি ছিল, বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা না হলে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন ভোটকর্মীরা। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চের প্রস্তাব, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সমান অনুপাতে দুই বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এও জানিয়েছে, যেহেতু নোডাল অফিসার হিসেবে বিএসএফের আইজি কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বে রয়েছেন, তাই তাঁকে এই বিষয়ে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

এদিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, ভোটের কাজে মোতায়েন থাকবে রাজ্যের ৭০ হাজার বাহিনী ও কেন্দ্রের ৬৫ হাজার বাহিনী। আর এখানেই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যদি প্রতি প্রেমিসেস বা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দুই বাহিনীর দু-জন করে মোতায়েন থাকে, তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তবে এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়, এটা 'অ্যাবনরমাল পরিস্থিতি' বলেও উল্লেখ করেন বিচারপতি।

মঙ্গলবার এই প্রস্তাব শোনার পর আইনজীবীদের ব্যাখ্যা, ভোটের আগে যে মারামারি, রক্তপাতের ঘটনায় একাধিক মামলা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গেই প্রধান বিচারপতি পরিস্থিতি অ্যাবনরমাল বা অস্বাভাবিক বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, বুধবার এ ব্যাপারে নোডাল অফিসারকে বক্তব্য জানাতে হবে আদালতে।

এদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কিছু নিয়ম আছে। কোনও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ন্যূনতম আধা সেকশন বাহিনী অর্থাৎ ৪ জন জওয়ান মোতায়েন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া সম্ভব হবে কি না সেই প্রশ্নও রয়ে যাচ্ছে।

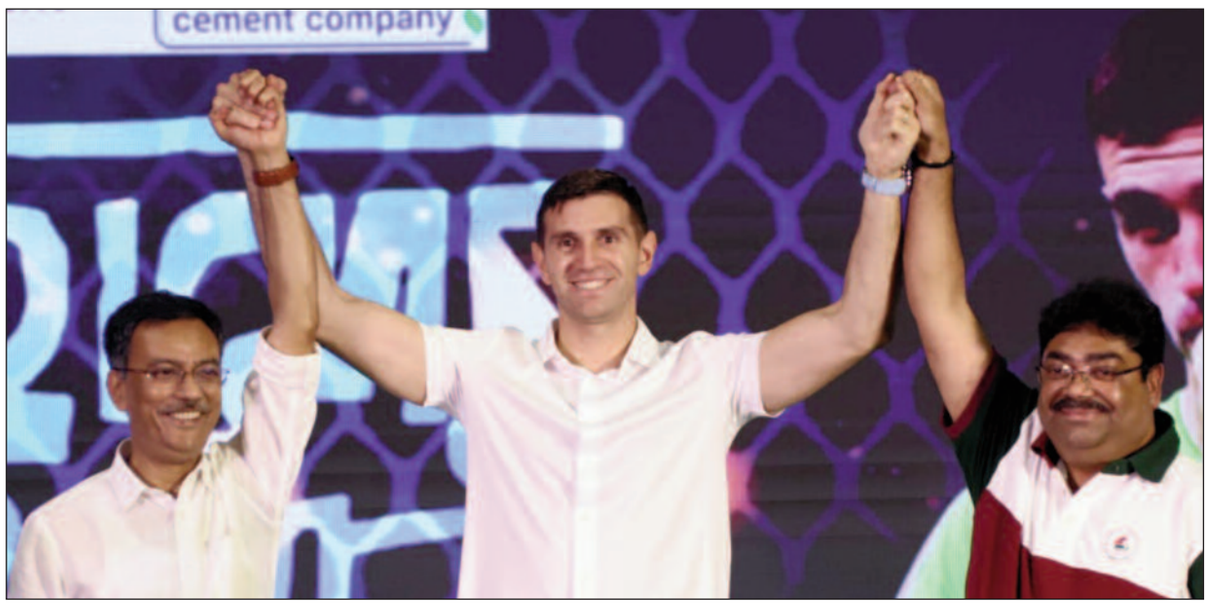

মঙ্গলবার আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গনে। সংবর্ধনা দেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার ও মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। *ছবি: অদিতি সাহা*

এসসিও শীর্ষ বৈঠকে নাম না করে পাকিস্তানকে খোঁচা নরেন্দ্র মোদির

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: কিছু দেশ সীমান্ত পারের সন্ত্রাসের নিরাপদ ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। নাম না করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে এই ভাষাতেই খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর শীর্ষ বৈঠকে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিতিতে এই মন্তব্য করেন তিনি। এসসিও বৈঠকে এই প্রথম বার সভাপতিত্ব করলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সভাপতিত্বে মঙ্গলবার ওই ভার্চুয়াল শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা। সেখানে মোদি বলেন, 'আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে

সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল সন্ত্রাসবাদ। আমাদের তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।' এর পরেই পাকিস্তানের নাম না-করে তাঁর মন্তব্য, 'কিছু দেশের নীতিই হল সীমান্ত পারের সন্ত্রাসকে মদত দেওয়া। তাদের নিন্দা করার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়।' মঙ্গলবার একই ভাবে নাম না-করে ইসলামাবাদকে নিশানা করে মোদির মন্তব্য, 'সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ক্ষেত্রে কোনও দ্বিচারিতা থাকা উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে মূল উদ্দেশ্যই।' এ প্রসঙ্গে আফগানিস্তান পরিস্থিতিও এসেছে তাঁর বক্তৃতায়। সরাসরি তালিবানের নাম না-করে মোদি বলেন, 'আফগান পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে আমাদের নিরাপত্তার উপর।' এসসিও-র মতো একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে মোদির মঙ্গলবারের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে পিষে মৃত অন্তত ১৫

মুম্বই, ৪ জুলাই: মহারাষ্ট্রের মুম্বই-আগরা মহাসড়কের ধারে একটি ধাবায় ট্রাক ঢুকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার পলসনার গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রবল গতিতে ছুটে আসছিল ওই ট্রাক। সেটি প্রথমে হাইওয়ের চারটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। তারপরে ঢুকে পড়ে হাইওয়ের ধারের একটি ধাবার ভিতরে। দুপুরের ওই সময় ধাবার ভিতরে খাওয়াদাওয়া করছিলেন অনেকেই। আবার ধাবার পাশেই বাসস্টপে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কয়েক জন। ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই পিষে যান অন্তত ১৫ জন। আহত ২০ জন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জানালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো। দু-একটা বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া রাজ্যে সার্বিক পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক মনোজ মালব্য। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদর দপ্তর ভবানীভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন মনোজ মালব্য। সেখানেই রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এই বক্তব্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে একদম উপরমহল থেকে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে কোনও এলাকায় কোনও গন্ডগোলের খবর সামনে আসলে কড়া হাতে তা দমন করতে হবে এবং অভিযুক্ত প্রত্যেককে নিজেদের হেপাজতে নিতে হবে। আমরা এই গাইডলাইন মেনে চলছি। ফলে দেখছি যে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অশান্তি ছাড়া রাজ্যের পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।' তাঁর আরও দাবি, যেখানেই গন্ডগোলের আভাস পাওয়া গিয়েছে সেখানে রাজ্য পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে অভিযুক্তদের নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। মঙ্গলবার বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ডিজির সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের ডিজি মনোজ মালব্য জানান, এই রাজ্যে বড় ধরনের কোনও হিংসার ঘটনা হয়নি। তিনি বলেন, 'রাজ্যে হিংসার ঘটনা সবই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আপনারা খুব ভালই জানেন যে রাজনৈতিক হিংসার চেহারা অনেকক্ষেত্রে আরও ভয়ংকর হয়ে থাকে। আর এখানে যা ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে, তা ভোট না থাকলেও ঘটে থাকে। তাছাড়া শুধু পঞ্চায়েতের জন্যই যে হিংসা হচ্ছে এমন ব্যাপার নয়। ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখাচ্ছে মিডিয়া।'

এরপরই তিনি জানান, হিংসা রুখতে সর্বদা তৈরি পুলিশ-প্রশাসন। মনোজ মালব্যর কথায়, 'দু-তিনটি ছোট ঘটনা ঘটেছে। যাতে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশ ভাল কাজ করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন ভালভাবেই হবে।' উল্লেখ্য, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস গতকাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে গিয়ে রাজ্যে শান্তি ফেরানো ব্যপারে কড়াবার্তা দেন। অশান্তি কমাতে পুলিশ ও প্রশাসনকে তিনি ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা বুধবার শেষ হওয়ার কথা। তার আগেই মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক হিংসার অভিযোগ খন্ডন করে দিয়েছেন।

নারায়ণগড়ে ফের কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মঙ্গলবার নারায়ণগড় ব্লকের বাখরাবাদ জগন্নাথ মন্দির ময়দানে একটি নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এদিন তিনি তার বক্তব্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি, কেন্দ্রের সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা তারা দিচ্ছে না। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই রাজ্য থেকে দিল্লিতে ১০ লক্ষ লোক নিয়ে গিয়ে প্রাপ্য টাকা নিয়ে আসার জন্য তিনি উদ্যোগী হবেন বলেও মঞ্চে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথেই আছে। বিজেপি মুখে বড় বড় কথা বলে কাজ করে না।

দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়া নির্দলদের সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, এদের কাউকেই দলে আর ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে যাওয়া নির্দল প্রার্থীদের ভোট না দেওয়ার জন্যও তিনি আবেদন করেন।

এদিন ফের একবার লদীর ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি বিরোধিতার সুর চড়ালেন। এর আগে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থেকেও এই প্রকল্প নিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন। তবে এদিন তাঁর কটাক্ষের ভাষা ছিল একটু অন্যরকম।

নারায়ণগড়ের সভায় এদিন অভিষেক সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করেন। বলেন, 'যে লদীর ভান্ডার চালু হওয়ার পর বিজেপি বলেছিল, মাসে ৫০০ টাকা ভিক্ষা দেওয়ার মতো, সেই নেতারাই এখন বলছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে ৫০০-র বদলে দু'হাজার টাকা করে দেবেন। সেই ভিক্ষাতুল্য প্রকল্প এখন ভগবানের প্রসাদের মতো। তাই তা নিয়ে এসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। তাহলেই বুঝে দেখুন কেমন প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন।'

বিজেপি রাজ্য সভাপতি থেকে বিরোধী দলনেতা সকলেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে হাতিয়ার করেছেন 'লদীর ভান্ডার' প্রকল্পকে। সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীদের প্রতিশ্রুতি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৫০০ টাকার বদলে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আর তা নিয়েই অভিষেক পুরুলিয়ার সভা থেকে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছিলেন, 'মোট ১২ টি রাজ্যে এখন বিজেপি ক্ষমতায়। ২ হাজার টাকা নয়, একটি রাজ্যে ৫০০ টাকা করে দিয়ে দেখান কোনও মুখ্যমন্ত্রী। আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।' আর মঙ্গলবার নারায়ণগড় থেকে অভিষেকের কটাক্ষ, 'ভিক্ষাতুল্য প্রকল্প এখন বিজেপির কাছে ভগবানের প্রসাদতুল্য।' এরপর তমলুকে একটি রোড শো করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

সুফল বাংলার স্টলে কম দামে সবজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বেশ কয়েকদিন ধরে সবজির দামে কার্যত কপালের ভাঁজ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সব কিছুর মধ্যে টমেটোর দাম ও কাঁচালঙ্কার দাম যেন সব মাত্রা পার করে গিয়েছে। কলকাতা ও শহরতলির একাধিক বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে কাঁচালঙ্কা। টমেটোর প্রতি কেজির দাম রয়েছে ১৩০-১৫০ টাকা। আবার কাঁচালঙ্কার প্রতি কেজিতে দাম ছুঁয়ে ফেলেছে ৩৫০-৪০০ টাকা। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে আমজনতাকে উদ্ধার করতে এবার উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকারও। সবজির চড়া মূল্যের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে সুফল বাংলার স্টলগুলিতে কম দামে সবজি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাজারে যেখানে দাম মাত্রাছাড়া সেখানে সুফল বাংলায় দাম অনেকটাই কম। যেমন, বাজারে কাঁচালঙ্কার দাম ৩০০ টাকার উপরে থাকলেও কাঁচালঙ্কার কেজি সুফল বাংলায় রয়েছে ১৫০ টাকা। আবার ঢ্যাঁড়সের দাম বাজারে যেখানে ১০০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে, সেখানে সুফল বাংলার স্টলে তা মিলছে ৪৫ টাকা কেজি দরে। পটলের দাম বাজারে রয়েছে ৬০-৭০ টাকা কেজি। সেই একই পটল সুফল বাংলার স্টকে রয়েছে ২৩ টাকা কেজিতে। এছাড়া টমেটোর দাম বাজারে রয়েছে ১৩০-১৫০ টাকা কেজি। কিন্তু রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সুফল বাংলার স্টলে তা মিলবে ৮৯ টাকা কেজি হিসেবে।

প্রসঙ্গত, যে কোনও সবজির দামই সুফল বাংলার স্টলে রয়েছে সাধারণ বাজারের তুলনায় কম। যেমন ঝিঙের কেজি সুফল বাংলায় ৬৫ টাকা হলেও, বাজারে দাম রয়েছে ৮০ টাকা কেজি। কুমড়োর কেজি যেখানে রয়েছে ৩০ টাকা, সেই একই কুমড়ো সুফল বাংলায় মিলছে ২০ টাকায়। আলুর কেজি সুফল বাংলার কলকাতার স্টলে ১৮ টাকা ও চন্দ্রমুখী আলুর কেজি ২০ টাকা।

প্রসঙ্গত, কলকাতায় সবজি বাজারের যে চড়া রেট রয়েছে তার পিছনে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। জানা গিয়েছে, একাধিক সবজির দাম বাজারে ইচ্ছে করে বাড়িয়ে রেখেছিলেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা। বিধাননগরের এবিএসই মার্কেটে বিষয়টি দেখতে হানা দেয় রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্স টিমের সদস্যরা। সেখানে বিষয়টি নজরে আসতেই বিক্রেতাদের সঠিক দাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 04/07/23 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 145 নং এফিডেভিট বলে আমি Rosenara Bibi (old name) W/o. Shaikh Korban Ali at Ilampur, Tinna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Raosanara Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rosenara Bibi & Raosanara Bibi উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sehenaz Sultana.

নাম-পদবী

গত 01/06/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 3140 নং এফিডেভিট বলে Bhawani Paul S/o. Netai Paul ও Bhabani Paul S/o. N. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 22/06/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9948 নং এফিডেভিট বলে Somenath Mitra S/o. Sudhir Mitra ও Somnath Mitra S/o. S. K. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই জুলাই। ১৯ শে আষাঢ়। বুধ বার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বন্ধুবেশে ছলনাময় শত্রুকে চিনে নিতে পারবেন। যে কাজটা আটকে ছিল আজ তা হয়ে পড়তে পারে। সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজে আছেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য করেন যারা তাদের অর্থ প্রাপ্তি। বেতনভোগ কর্মচারীদের সুযোগ বৃদ্ধি। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন সুযোগ আসবে, কর্মের চেষ্টা যারা করছেন আজ অতীব শুভ তাদের জন্য। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে লাল বস্ত্র দ্বারা আরতি করুণ নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন ,মিডিয়াতে কাজ করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজকে একটি বিরোধ চলবে। বিবাদ বিতর্ক হবে। বাড়ির নারীর সাথে গৃহ বিবাদ চরমে পৌঁছুবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীদের অশুভ। সন্তানের কারণে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, নারিকেল দ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান আপনার শুভ হবে। বাড়ির পরিবেশে শান্তি থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে ভরসা করে অনেকটা এগিয়েছিলেন আজ তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। বেতন ভোগী কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় নতুন পথের সন্ধান মিলবে, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মিডিয়াতে কাজ করেন লেখালেখি করেন, সাংবাদিকতা করেন, তাদের জন্য আজ শুভ দিন। প্রভাবশালী কোন মানুষের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজ হয়ে পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে আরত করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পর্কে গুপ্ত শত্রুতা। আজ কেউ বান্ধব বলে সম্মানিত করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা শিক্ষকতা করেন, বিদ্যালয়ে যারা উপদেষ্টামূলক কাজে থাকেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। আইনি বিষয়ে যে জটিলতা ছিল আজ আপনার পক্ষে রায় যাবে বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বেলে তিনটি নারিকেলসহ দেব দেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে গবেষণামূলক কাজ যারা করছেন, তাদের জন্য শুভযোগ। বিদেশ ভ্রমণ করবেন ? করুন। শুভ গ্রহ যোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গিয়ে সম্মান প্রাপ্তির দিন।

কন্যা রাশি : যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা গাড়ি যানবাহন বিষয়ে ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকার দিন। যারা পরামর্শদাতা রূপে কাজ করেন, তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যের অর্থনৈতিক চুক্তিতে আপনি সই করবেন না। আইন আপনার বিরুদ্ধে হতে পারে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে। সতর্ক থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া শুভ। গৃহ মন্দিরে যে কোন নতুন পাঁচটি ফল দিয়ে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন, ভোগ প্রদান করুন। শুভ হবে।

তুলা রাশি : পরিবারে স্বজন বান্ধবসহ ছোট ভ্রমণ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। পিতা-মাতার সমর্থন ছিল না যে বিষয়ে, আজ সেই বিষয়ে তারা সমর্থন দিতে পারেন। প্রবীণ নাগরিক, ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে কিছু প্রাপ্তি। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি সম্ভব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে আতপ চালসহ ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ সদস্য দ্বারা বাস্তু গৃহ ভূমি বিষয় শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। ধৈর্য ধরলে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা বেতনভোগী কর্ম করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বিবাহের প্রচেষ্টা করছিলেন কিন্তু সময় শুভ ছিলনা আজ শুভ হবে। প্রবীণ নাগরিকের সাথে ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন এবং পঞ্চ ফল নিবেদন করুন বাবা বিশ্বনাথের চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের নতুন যোগাযোগের পথ তৈরি হবে। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ। নিশ্চয়ই পশুপালন পশু খামারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ছিল। আজ তার সমাধান হয়ে পড়বে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে আসার সম্ভাবনা । বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর চরণে পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি ধৈর্য ধরতে হবে। কথা বললেই বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। সকালবেলায় দোকান করা, বাজার করা, নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। বাড়িতে পুরাতন বন্ধুর ফোনে অশান্তি বৃদ্ধি হবে, অপরিচিত ফোন, না ধরা শুভ। যে ছলনাময়ী নারী আপনার পাশে ছিল আজ তিনি স্বরূপ ধারণ করতে পারেন। বিশ্বাসের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিন, তিনি আপনার আপনজন কিনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালান, ঘন্টা বাদ্য বাজিয়ে, দেব দেবীর পূজা করুন। কীর্তন আরতি করুন সমস্ত বিপদ নাশ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ অত্যান্ত সতর্ক থাকার দিন। ধৈর্য না ধরলে শান্ত না হলে বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মে দুশ্চিন্তা। যারা বেতনভোগী কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নইলে অশান্তি করা পরিবেশ তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য বাধা প্রাপ্ত দিন। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরতে হবে। গৃহবধূদের মন মানসিকতা কষ্টদায়ক থাকবে। বাড়ির অসুস্থ রোগীর কারণে ধৈর্যহানি ঘটতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা কর্মের আবেদন করছিলেন তাদের জন্য শুভ দিন। প্রেমের জন্য আজ শুভ। পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকরা আজ আপনাকে সমর্থন দিতে পারে। ভ্রমণে শুভ। যারা তরল পদার্থ। জল। মাছের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু আবার ফেরত আসতে পারে। আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেলসহ সর্ব দেব দেবীর উদ্দেশ্যে স আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত 03/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3306 নং এফিডেভিট বলে আমি Manik Ray ও Manik Roy S/o. Late Gopal Chandra Ray সাং আনন্দমঠ, চুঁচুড়া, আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

In The Court of the District Judge, Paschim Medinipur

J. Misc Case No. 23/2023

Sri Sri Iswar Gopal Gobinda Jew Thakur represented by Board of Trustees:

Prasanta Kumar Dutta & others ....দরখাস্তকারীগন।

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার অন্তর্গত রানাপুর ও সুজানগর গ্রামের সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অধিনগন উপরোক্ত ঠাকুরের সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা উকিল বাবুর দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

SCHEDULE PROPERTY

Lot No.1 :

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Daspur, Mouza - Ranapur, J.L.No.202, Kh. No.163

Plot No.	Nature	Area
1196	Jal	43 dec.
1250	Jal	14 dec.
1288	Jal	39 dec.
1210	Jal	17 dec.

Lot No.2 :

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Daspur, Mouza- Sujanagar, J.L.No.53, Kh. No.119

Plot No.	Nature	Area
451	Jal	40 dec.

অনুমত্যানুসারে-
স্বা/-Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত,পঃ মেদিনীপুর।

::: NOTICE :::

In the Court of Learned District Judge,Hooghly at Chinsurah.

Misc.Case No.119 of 2022

Salma Begum, wife of Late Oli Ulla Mallick and daughter of Late Shahbeuddin Shaikh, residing at Sekhpara, Krishnapur, Chanditala, P.O.Garolgachha, P.S.Chanditala, District Hooghly, Pin-712708.
...........**Petitioner.**

এতদ্বারা সর্বত্র সাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে উপরোক্ত - দরখাস্তকারিনী তাহার নাবালক কন্যাগন minor Omera Khatun and Oadira Khatun both daughters of Late Oli Ulla Mallick, এর অর্জিত নিম্ন অবিভক্ত সম্পত্তিতে স্বাভাবিক গার্জেন হিসাবে হস্তান্তর করিবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। এ ব্যাপারে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জ্ঞাত করাইবেন অন্যথায় পরবর্তীতে কোন প্রকার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

SCHEDULE- A

ALL THAT one self-residential flat on the 4th floor, south-west side measuring 950 sq.ft. including super built up area be the same and little more or less consisting 2(two) Bed rooms, 1 (one) Kitchen cum Dinning, 1 (one) Toilet and 1 (one) Balcony, with undivided proportionate share of the land underneath of the aforesaid building situated and lying at premises No. 5, A.K. Mukherjee Road, P.S. Baranagar, Kolkata-700090, District- North 24 Parganas together with common parts and portions with proportionate share and interest in the land morefully described in Schedule A.

SCHEDULE- B

ALL THAT piece or parcel of bastu land measuring 2 (two) Cottah 11. (Eleven) Chittaks or 4.44 Satak in respect of R.S. Dag No. 232, L.R. Dag No. 271 and bastu land measuring 05 (five) Chittaks or 0.52 satak in respect of R.S. Dag No. 233, L.R. Dag No. 272 i.e. total land measuring 03 (three) Cottah or 4.96 satak along with two storied building thereon out of which in the ground 20 years old floor 500 Sq.Ft. cemented floor and in the 15 years old first floor 500 sq.ft. cemented floor constructed area situated in the District-Hooghly, P.S. formerly Chanditala at present Dankuni, Additional District Sub-Registrar Office, Janai, Touzi No. 17, J.L. No. 99, Mouza-Kalipur, R.S. Khatian No. 208 & 209, present L.R. Khatian No. 354/5, Ward No. 8, and all easement rights thereto within the ambit of Dankuni Municipality.

SCHEDULE- C

ALL THAT piece and parcel of Sali land measuring 21 satak in respect of R.S. Dag No. 1395, L.R. Dag No. 1523, Sali land measuring 07 satak in respect of R.S. Dag No. 1397, L.R. Dag No.1524, Sali land measuring 6 satak in respect of R.S. Dag No.1398, L.R. Dag No. 1525 and Sali land measuring 16 satak in respect of R.S. Dag No. 1399, L.R. Dag No. 1526 i.e. in respect of aforesaid 4 Dags total land measuring 50 satak situated in the District - Hooghly, P.S. Chanditala, Additional District Sub Registrar office Janai, J.L. No. 52, Mouza- Thero, Old L.R. Khatian No. 671, present L.R. Khatian No. 1645 & 1644 within the ambit of Borijhatty Gram Panchayat together with all easement rights thereto.

স্বা/- Kalindi Sharma
দরখাস্তকারী পক্ষের এ্যাডভোকেট।

অনুমত্যানুসারে
স্বা- শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার,
হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

নাম-পদবী

গত 23/06/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10306 নং এফিডেভিট বলে Kisor Kumar Das S/o. Dilip Kumar Das ও Kishor Kumar Das S/o. D. Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Mandal Supply Pvt.Ltd. Work from home recruitment is opening soon. contact through mail- **madhabidebbarma 10@gmail.com** **The Corporate Identity Number : U52609WB2022PTC256558.**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হাওড়া
হাওড়ার ১ম ফাস্ট ট্রাক আদালত
এম.এ.সি.সি. নং - ২২০/২০১৬

রুচিতা সিং দিগর, স্বামী-গ্রীজেশ সিং, সাং- গ্রাম ধরমপুর, বুজুর্গ, জেলা- কুশিনগর, পদরানো, রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, পিন- 298308 ।
.... দরখাস্তকারী

বনাম

সঞ্জীব কুমার সিং, পিতা- আর সিং, সাং- ১০৯/১১১ বি, ধর্মতলা রোড, সালকিয়া, জেলা- হাওড়া, পিন কোড নং - ৭১১১০৬ ।
.......১নং প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা অত্র ১নং প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে উক্ত নম্বর গাড়ী দুঘটনা ক্ষতিপুরনের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আপনাকে একাধিকবার সমন পাঠাইলে ও আপনি সমন লয়েন নাই ও আদালতে উপস্থিত হন নাই। সেকারনে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে উপস্থিত না হইলে মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুননী হইবে ।

অনুমত্যানুসারে
স্বা-অভিজিৎ মণ্ডল
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হাওড়া, ০১/০৬/২০২৩

NOTICE

I, **Sri Subir Saha**, son of Lt. Ananda Mohan Saha and Kalpana Saha of 22- 24, Andul Road, Howrah- 711109, that my parents jointly purchased a land measuring 3K-15ch-09sft from Sri Madho Nath Khettry @ Madholal Mehra and others, and legal heirs of Late Bimala Kapoor, v.i.z Dhruva Narain Kapoor (husband). Shuma Nanda (daughter) vide **Deed No. I-00292/2010.** Filed mutation of the aforesaid property before TSU Unit, HWH vide mutation Case No. MN/2023/ 0515/2850. Mouza- Shibpur, Sheet No. 132, L. R. Dag No. 10, L. R. Khatian No. 108 and 95, area:0.0217 acre, If anyone want to contest they can appear before Town Survey Unit, Howrah(Land).
By the order of Revenue Officer, Howrah Town Survey Unit, 3, Kartick Dutta Road, Howrah-711101.

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর হুগলী
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৬৪/২০২২

দরখাস্তকারী- সৌতি মুখার্জী পিতা মৃত দেব্রপ্রসাদ মুখার্জী সাং তেমাথা ছুতোরপাড়া লেন পোঃ ও থানা- চন্দননগর জেলা হুগলী এবং বর্তমান সাং ফ্ল্যাট নং এ২/১/৩ প্রথম তল কে. এম ডি.এ হাউসীং এ/৯ এক্স কল্যানী পোঃ ও থানা কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৫।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীর পিতা- দেব্রপ্রসাদ মুখার্জী গত ইং ১৭/১২/২০১৭ তারিখে এবং মাতা তপতী মুখার্জী গত ইং ৯/২/২০২২ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাহাদের জীবদ্দশায় গচ্ছিত সেভিং এ্যাকাউন্ট যৌথ ১) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তেমাথা চন্দননগর, এ্যাকাউন্ট নম্বর ০৪১২০১০১৩৪২৮৭,- ২৩,৭০,৭৯৬.৫৫ টাকা ২) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তেমাথা চন্দননগর এ্যাকাউন্ট নম্বর ০৪১২০১০১২৬৬২৪ টাকা- ০৬,০৭,৮৪৩.৬৪ এবং ৩) ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক চন্দননগর এ্যাকাউন্ট নং ৭৩৪২,- ০৫,৫৮,৪৩২.৭৫ টাকা এক্ষনে মোট ৩৫,৩৭,০৭২.৯৪ টাকার উপর সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

এ্যাডভোকেট
রমেশ তেওয়ারী
চন্দননগর আদালত

সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২৯-৯-২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
আ্যড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

দিন আনি দিন খাই তবু জিতলে ভ্যান চালিয়েই মানুষের কাজে যুক্ত থাকব: সিপিএম প্রার্থী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: গরিবের দল বলেই একসময় রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল সিপিএম সহ বাম দলগুলো। তারপর ছেচল্লিশ বছরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে জল। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে হাওড়ার থানা মাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১৫ নম্বর পার্টে প্রার্থী করেছে আক্তার আলি আনসারি। পেশায় ভ্যান চালক হলেও মানুষের সেবা করতে চান বলেই এবারে প্রার্থী হয়েছেন। সকালে ও বিকালে পেশার ফাঁকে তিনি নিজের প্রচার সারছেন। প্রচারেও সেই রকম কোনও জাঁকজমক ছাড়াই প্রচার সারছেন এই সিপিএম প্রার্থী। নিজের জয়ের বিষয়ে যথেষ্টই আত্মবিশ্বাস রয়েছে পঞ্চাশ উর্ধ বাম প্রার্থীর। এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। এই প্রসঙ্গে প্রার্থী আক্তার আলি আনসারি বলেন, 'দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি সেটাই পালন করছি। ১১৫ নম্বর পার্টে দাঁড়িয়েছি। মানুষের সেবা করতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমি নিশ্চিত মানুষ আমাকে জয়ী করবেন। তারা আমাকে ভালোবাসেন।'

যদিও নির্বাচনে জয়ী হলেও পুরানো পেশাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন বলেই জানান আনসারি। তিনি বলেন, 'পুরানো পেশা ছাড়বো না। ভ্যান চালিয়েই এলাকার মানুষদের সেবা করবো। এখানে জল নিকাশি, পানীয় জল, রাস্তা সহ একাধিক সমস্যা আছে। সেগুলোর সমাধান করবেন জয়ী হয়ে। চোর হটাও - পঞ্চায়েত বাঁচাও এই স্লোগানকেই সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আগামী ১১ তারিখে প্রমাণ পেয়ে যাবেন।' বলেই জানান আত্মবিশ্বাসী আক্তার আনসারি। স্থানীয় বাসিন্দা শের মহম্মদ বলেন, 'সিপিএমের প্রার্থীকে অনেকদিন ধরেই চেনেন ও দেখছেন। একজন গরিব মানুষ যদি জয়ী হয় ও সে যদি আমাদের মত নিম্নবিত্ত মানুষদের সুযোগ সুবিধা করে দেন তার থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তাই আমি ওনাকে সমর্থন করছি। বর্তমানে তৃণমূলের পঞ্চায়েতে গেলে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এত কিছু চায় আগে এইসব ছিল না।'

শাসক দলের সংগঠিত অর্থপুষ্ট প্রচার সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মসূচিকে কতটা তার নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে তার উপরেই নির্ভর করেছে থানা মাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১৫ নম্বর পার্টের সিপিএম প্রার্থী আক্তার আলীর নির্বাচনী ভবিষ্যৎ। তবু নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়েই 'দিন আনি দিন খাই তবু জিতলে ভ্যান চালিয়েই মানুষের কাজে যুক্ত থাকবো।'- দাবি থানা মাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের পঞ্চায়েত প্রার্থী ভ্যানচালক।

'রাজ্যপাল সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে মুখ্যমন্ত্রীকে আয়না দেখিয়েছেন' কটাক্ষ প্রিয়াঙ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লক এলাকাতে পাঁচপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেয়াল। তিনি বলেন, 'নতুন রাজ্যপাল যখন তার কথামতো নিয়োগ দিয়েছিলেন তখন উনি খুব ভালো ছিলেন। আর এখন খারাপ হয়ে গেছেন। রাজ্যে যিনিই সংবিধান মেনে তার দায়িত্ব পালন করবেন সেই, মুখ্যমন্ত্রীকে আয়না দেখিয়ে দেবে। ঠিক যেমন জগদীপ ধনকর মুখ্যমন্ত্রীকে সংবিধানের আয়না দেখিয়েছিলেন।'

নেত্রী আরও বলেন,' রাস্তায় যদি সত্যি উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকতো, তাহলে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে বাঁদরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত না। যখন মুখ্যমন্ত্রী দেখলেন যেখানেই ভাইপো যাচ্ছে সেখানেই মানুষ সাড়া দিচ্ছে না। তখনই তিনি আসরে নেমে পড়লেন। যখন তাঁকে ভূরি ভূরি অভিযোগ শুনতে হচ্ছে তখনই ভাইপো পিসিকে বলল শেষ নির্বাচনে যেমন পায়ে চোট পাওয়ার নাটক করেছিলে, এবারে কোমর ভাঙার নাটক করে নাও। বাড়িতে বস। তাই আর পিসিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।' এছাড়াও তিনি বলেন,' অভিষেক বন্দোপাধ্যায় শুধু নিজের উন্নয়ন করেছেন। বাচ্চাদের গায়ে কাপড় নেই অথচ পিসি আর ভাইপোর মেকআপ করা ছবি রাস্তায় রাস্তায় রয়েছে। ছেলে, মেয়ে চেনা যাচ্ছে না।' মিথ্যেবাদীর অপর নাম মমতা বন্দোপাধ্যায় আর তৃণমূল কংগ্রেস বলেই দাবি করেন প্রিয়াঙ্কা।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে চালেঞ্জ ছুঁড়ে বলছি মাহাতোদের পাঁচশো টাকা আপনি বন্ধ করে দেবেন বলেছেন, করে দেখান।' প্রিয়াঙ্কা দাবি করেন মাহাতোর তৃণমূলকে ভোট দেবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছে। তাই এই পাঁচশো টাকা মুখ্যমন্ত্রী নাকি তৃণমূল সুপ্রিমো বলছেন সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি ছাড়ল কি থাকলো তাতে কিছু যায় আসে বলে মনে করেন না। বিজেপি যে ১২ টা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মতো বেকারত্ব নেই বলেই দাবি করেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেয়াল।

মন্দিরের নির্মাণ কার্য পুলিশ বন্ধ করায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়া কাছারি রোডের ৮ নম্বর গলির শীতলা মন্দির বহু প্রাচীন। বয়সের ভারে মন্দিরটির অবস্থা ছিল ভগ্নপ্রায়। সেই জরাজীর্ণ মন্দির ভেঙে নতুন করে মন্দির তৈরির কাজ চলছিল। মঙ্গলবার বেলায় ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে নির্মাণ কার্য বন্ধ রাখতে বলেন স্থানীয়দের। মন্দির তৈরির কাজ থমকে যাওয়ায় বেজায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা গৌরী শর্মা ও সুশীলা শর্মা জানান, আজ থেকে ৪০ বছর আগে জায়গাটি দুষ্কৃতী কার্যকলাপের ডেরা হয়ে উঠেছিল। তারপর ওখানে বটগাছ লাগিয়ে পুজো শুরু করা হয়। পরবর্তীতে শীতলা মন্দির গড়ে তোলা হল। ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে মন্দিরটি নতুন করে গড়ার কাজ চলছিল। কিন্তু পুলিশ এসে সেই কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় বলে অভিযোগ।

কলকাতায় পা রেখেই সিবিআই দপ্তরে বৈঠক করলেন মনোজ শশীধর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার মনোজ শশীধর। কেন্দ্রীয় এই তদন্ত এজেন্সির জয়েন্ট ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। পদোন্নতির পরই এবার কলকাতায় পা রাখলেন এই সিনিয়ার আইপিএস আধিকারিক। শুধু কলকাতায় পা রাখাই নয়, সিবিআই দপ্তরে এসে জরুরি বৈঠকও করেন মনোজ শশীধর।

সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে নিজাম প্যালেসে তিনি বৈঠকে বসেন, স্পেশ্যাল ডিরেক্টর অজয় ভাটনগর এবং সিবিআইয়ের বিভিন্ন জোনের জয়েন্ট ডিরেক্টরদের সঙ্গে। সঙ্গে এ খবরও মিলছে, মূলত রিভিউ বৈঠকে বসেন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত এবং কয়লা ও গোরু পাচার মামলার গতি কেমন, তা কতদূর এগিয়েছে তা নিয়েই হয় এদিনের এই বৈঠক।

তবে অনেকেই সিবিআই অ্যাডিশনাল ডিরেক্টরের এই কলকাতা সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন। কারণ, মনোজ শশীধর হলেন গুজরাত ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। গুজরাতে নরেন্দ্র মোদি যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন আমদাবাদ পুলিশের ডিসিপি (ক্রাইম) ছিলেন তিনি। পরে আমদাবাদের জয়েন্ট কমিশনার ও ভাদোদরায় পুলিশ কমিশনার হন। এরপর গুজরাতের গোয়েন্দা বিভাগ তথা সিআইডিতে ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন এই দুঁদে আইপিএস অফিসার।

মনোজ শশীধরকে গুজরাত পুলিশ থেকে সিবিআইয়ের ডেপুটেশনে আনা হয় মোদি জমানাতেই। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তে সরকার যে এসআইটি গঠন করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন এই সিবিআই কর্তা। সম্প্রতি তাঁকে কলকাতা জোনের দুর্নীতি দমন শাখার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। ফলে সব কিছুর নেপথ্যে কোনও বিশেষ কারণ রয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

দুর্নীতি, স্বজন-পোষনের অভিযোগ তুলে বিদায়ী প্রধানের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে এবার পোস্টার পড়ল নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁপা-চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান রবীন্দ্রনাথ নিয়োগীর বিরুদ্ধে। উক্ত পঞ্চায়েতের চাঁদুয়া, পাল্লাদহ-সহ বিভিন্ন গ্রামে বিদায়ী প্রধানের বিরুদ্ধে পড়ায় নির্বাচনের মুখে যথেষ্ট অস্বস্তিতে শাসকদল। মঙ্গলবার সকালে কাঁপা-চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটানো পোস্টারে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বজন-পোষন ছাড়াও পুকুর বুজিয়ে আবাসন তৈরির অভিযোগ। জমি থেকে মাটি কাটা কিংবা বার থেকে টাকা তোলার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সামান্য কাঠমিস্ত্রি থেকে কিভাবে প্রাসাদসম বাড়ি বানালেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হালিশহর জেঠিয়া থানার পুলিশ গিয়ে পোস্টারগুলো খুলে ফেলেন। বিদায়ী প্রধান রবি নিয়োগী বলেন, এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। রাতের অন্ধকারে চোরের মতন ওরা পোস্টার সটিয়েছে। নির্বাচনে হার নিশ্চিত জেনে ওরা তাকে বদনাম করতে এসব করছে। তিনি বলেন, প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। পোস্টার নিয়ে বিজেপির নৈহাটি মণ্ডল-৩ সভাপতি সুকুমার দাস বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই পোস্টার পড়েছে। পূর্বতন ব্লক সভাপতি রানা দাশগুপ্তের সঙ্গে বিদায়ী প্রধান রবীন্দ্রনাথ নিয়োগীর বিবাদ সকলেরই জানা। নিজেদের কোন্দল ঢাকতে ওরা এখন বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।' অন্য দিকে সিপিএমের বীজপুর-পানপুর গ্রামীন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুমন চক্রবর্তী জানান, তাঁরা নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন। রাজ্য জুড়ে লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতি চলছে। ওদের একটা গোষ্ঠী খাচ্ছে, আরেকটা গোষ্ঠী খেতে পারছে না। আর এই লুটপাট ঘিরেই ওরা একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুরি করছে।

পোস্টারে ভোট না দেওয়ার ঘোষণা পান্ডুয়ার কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দার

বনস্পতি দে

পান্ডুয়া২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট পেরিয়ে দোরগোড়ায় ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিন্তু যেই তিমিরে ছিল পান্ডুয়ার বেলুন ধামাসীন গ্রাম পঞ্চায়েত, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে এখনও। রাস্তা নেই, জল নেই, তাই ভোটও নেই। এহেন দাবিতে পান্ডুয়ার বেলুন ধামাসীন গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা পোস্টার দিয়ে ভোট না দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

পঞ্চায়েতের ছোট শরসা, মুসলিম পাড়া, হাঁড়িপাড়া, আদিবাসী পাড়া, বাউল দাস পাড়া, জেলে পাড়ায় হাজারের অধিক ভোটার, ৫০০টি পরিবারের বাস। গ্রামের রাস্তা এখনও কাঁচা। একটু বৃষ্টি হলে কাদা পেরিয়ে যেতে হয় গ্রামবাসীদের। ব্লকের অন্যান্য পঞ্চায়েতে ঢালাই রাস্তা হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু বেলুন ধামাসীনের এই সব গ্রামগুলো সেই তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে অনেকটাই। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেছি। কিন্তু সেই প্রতিনিধিরা ভোট মিটে গেলে আর গ্রামে আসেন না। কোনও অভাব অভিযোগ শোনেন না। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গ্রামে যাওয়ার কাঁচা রাস্তায় বহু বছর মাটি পড়েনি। কষ্ট করে যাতায়াত করতে হয়। গ্রামে নলবাহিত পানীয় জলের একমাত্র ট্যাপে খুব অল্প সময়ের জন্য জল আসে। সেই জল নেওয়ার জন্যও পরিবারগুলির মধ্যে রোজ মারামারি হয়। আবার মাঝেমধ্যে কারণ ছাড়াই জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। একটি মাত্র নলকূপ খারাপ হলে ঠিক করার লোক পাওয়া যায় না।' পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সহ-সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতি প্রায় ৬ কোটি টাকার রাস্তা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ১৩২টি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা দিয়েছেন। ওই এলাকায় রাস্তা হয়নি এটা জানা ছিল না। গত ৩৪ বছরে রাজ্যে কোনও কাজ হয়নি। সব আমরাই করেছি। আমি এলাকায় যাব গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলব। ভোটের পরে কাজ হবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ জুলাই ১৯ আষাঢ়, ১৪৩০, বুধবার

এনকেডিএ থেকে পঞ্চায়েতে, ভোট বয়কটের ডাক নিউটাউনের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ব বাংলা গেট, সেন্ট্রাল মল, সিটি সেন্টার ২, অ্যাক্সিস মল, টেকনো পলিস এখনও এই সবই পঞ্চায়েত এলাকা। শুধু এইগুলোই নয়, এনকেডিএ বা হিডকোর অফিসও পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই পড়ে। আর সেই কারণেই স্মার্ট সিটি নিউটাউন জুড়ে এবার পোস্টার পড়ল ভোট বয়কটের। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিউটাউনের বাসিন্দাদের উদ্যোগেই পড়েছে এই পোস্টার। কারণ, এনকেডিএ ও হিডকো পরিচালিত এই অঞ্চলটিতে যে মানুষগুলো দশ বা তারও উঁচুতলা বাড়িতে থাকেন তাঁদের এ ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, তাঁরা কীভাবে পঞ্চায়েতের ভোটার হন। আর সেই কারণেই বেশ কয়েকজন নিউটাউনের আবাসিক তাঁরা ডাক দিয়েছেন ভোট বয়কটের। এদিকে সূত্র যা বলছে তাতে মূলত, জ্যাংড়া হাতিয়াড়া দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শহর নিউ টাউনের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন রয়েছে। সেখানকারই প্রায় ১২ হাজার বাসিন্দা ডাক দিয়েছেন এই ভোট বয়কটের। সঙ্গে বাসিন্দারা এও জানান, দীর্ঘদিন ধরেই নিউটাউন-কলকাতা

ডেভেলপমেন্ট অথারিটির অধীনে সমস্ত রকম সুবিধা পেতেন। বর্তমানে চ্যাংড়া হাতিয়ারা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে চলে আসে নিউটাউনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কেউ আবার জানান, 'আমরা উন্নয়নই চাই। তার জন্য যদি ট্যাক্স দিতে হয় তাও দেব। কিন্তু তা বলে পঞ্চায়েত নয়। মানুষ অগ্রগতির দিকে যায়, নিম্নগতির দিকে নয়।' বাসিন্দারে এক অংশ বিস্মিতও।

তাঁদের বক্তব্য, 'স্মার্ট সিটি হঠাৎ করে কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে চলে এল জানি না। কার মাথায় এসেছে তাও জানি না। আমরা পঞ্চায়েতের ট্যাগ চাইছি না। সেই কারণে আমরা চাইছি না নিউটাউন ভাঙড় হয়ে যাক। এখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করি আমরা।' একইসঙ্গে স্থানীয়রা এও জানিয়েছেন, এখানে সব এনকেডিএ করে। তাই এখানে পঞ্চায়েতের কোনও প্রয়োজন নেই। এরপরই বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর নিয়ে আবেদনও করেন পুর নগরোন্নয় এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে। দাবি একটাই নিউটাউন যেন পঞ্চায়েত না হয়।

তবে এই ঘটনায় এলাকার তৃণমূল নেতা আফতাবউদ্দিনের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন। তিনি জানান, 'যাঁরা বিরোধিতা করছেন,তাঁরা ঠিক করছেন না। এই এলাকাটায় একটা সমস্যা রয়েছে। এটা যদি পুরসভা-পঞ্চায়েত না হয় তাহলে জনপ্রতিনিধি তৈরি হবে না। এখানে মাত্র তেরো হাজার ভোট। তাই পুরসভার অন্তর্ভূক্তি হবে না।' এদিকে সিপিএম নেতা সপ্তর্ষি দেবের বক্তব্য একেবারেই ভিন্ন। তিনি জানান, 'একটি সুপার আরবান সিটিকে পঞ্চায়েতে রাখা মোটেই কাম্য নয়। এটা পার্টির পক্ষ থেকে সমর্থন করিনি। আমরাই প্রথমে বলেছিলাম এই এলাকাকে পুরসভা করার প্রয়োজনীতা রয়েছে।' পাশাপাশি বিজেপি নেতা ভাস্কর রায়ও জানান, 'এনকেডিএ-র আবাসিকদের অনেক বেশি ট্যাক্স দিতে হয়। নিউটাউন প্ল্যাটিনাম সিটি। গুরুগ্রামও পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই পড়ে। তার পরিষেবা এখানকার পরিষেবার থেকে আকাশ পাতাল তফাৎ।'

মেটিয়াবুরুজের বটতলা ডায়মন্ড এসি মার্কেটে আগুন, ছড়াল আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেটিয়াবুরুজের বটতলা ডায়মন্ড এসি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগে মঙ্গলবার সকালে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পরপর চার-পাঁচটি কাপড়ের দোকানে। আগুন লাগার এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। ততক্ষণে পুড়ে ছাই দোকানের একাধিক জিনিসপত্র। কী থেকে এই আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই এসি মার্কেটে প্রায় ২০০-র উপরে দোকান। সবক'টিই কাপড়ের দোকান। ফলে আগুন যদি ছড়িয়ে পড়ত তা হলে তা ভয়াবহ আকার নিতে পারত। তবে দ্রুততার সঙ্গে দমকলের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও পকেট ফায়ারের সম্ভাবনা থাকছে বলেই মনে করছে দমকল। এদিকে মার্কেটে রয়েছে সরু গলি। তারই দু'পাশে দোকান। তার মধ্যেই একাধিক দোকানে আগুন লেগে যায়। প্রথমদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা বেগও পেতে হয় দমকল কর্মীদের। কাটার দিয়ে দোকানের শাটার কেটে

ভিতরে জল দেওয়ার চেষ্টা হতে থাকে দমকলকর্মীদের তরফ থেকে।

সঙ্গে এও জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরের দিকে মার্কেট থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এরপরই দমকলে খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে দমকলের ইঞ্জিন এসে উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলে। সকালেই এমন খবর শুনে ঘটনাস্থলে হাজির হন ব্যবসায়ীরাও।

একদিকে যখন দমকলের কর্মীরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত, কয়েকটি দোকানের কর্মচারিদের নিজেদের সম্ভার কোনওভাবে নিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করেন। এদিকে সামনেই আসছে উৎসবের মরসুম।

তার আগে এমন অগ্নিকাণ্ডে চিন্তায় ব্যবসায়ীরাও। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের লোকেরাও। ধোঁয়া আটকানোর পর শুরু হয় কুলিং প্রসেস। নজর রাখা হচ্ছে পকেট ফায়ারের উপরেও।

গার্ডেনরিচের জল পরিশোধন প্রকল্পের সামনের পাইপলাইনে বড়সড় ফাটল, ব্যাহত জল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচ জল পরিশোধন প্রকল্পের সামনের পাইপলাইনে বড়সড় ফাটল। যার জেরে দক্ষিণ শহরতলির এক বিস্তীর্ণ এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। সূত্রের খবর, পরিশ্রুত জল সরবরাহকারী ৯০০ মিমি পাইপলাইনে ফাটল ধরে সোমবার। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফাটল মেরামতের কাজ শুরুও হয়। কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছেও যান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জল প্রকল্পের ঠিক সামনেই এই ফাটল ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে স্রোতের মত জল বেরিয়ে আসতে থাকে মঙ্গলবার সকাল থেকে। এদিকে এই পাইপ ফাটার কারণে জলমগ্ন মহেশতলার জিনজিরা বাজার এলাকা। প্রতিবাদে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অভিযোগ, বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জল ঢুকেছে রাস্তার ধারে দোকানের ভিতর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জিনজিরা বাজার তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ও তারাতলা থানার পুলিশ।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, রবিবার রাতে ওই পাইপ লাইনের একটি অংশে ছোট ছিদ্র দেখা যায়। কিন্তু সেটা খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা। কারণ, এমন ছিদ্র ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের অনেক অংশেই রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু সোমবার রাত থেকে সেই ফাটল বড় আকার নেয়। এরপর মঙ্গলবার সকালে পাইপের একাধিক অংশে ফাটল ধরে যায়। তারপরই ফোয়ারার মতো জল বেরিয়ে আসতে শুরু করে।

কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা মেরামতির কাজ শুরু করলেও দক্ষিণ শহরতলির গার্ডেনরিচ এবং বেহালার একাংশে জল সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় প্রশাসন। বিকেলের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলেই সূত্রে খবর।

প্রচার তালিকায় নাম থাকলেও গেলেন না সায়নী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডির তলবের পরই চর্চায় যুব তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ। শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের পর থেকেই পঞ্চায়েতের প্রচারে নেই সায়নী। যা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র গুঞ্জন। শুক্রবার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার ও রবিবারও তৃণমূলের ভোট প্রচারে ছিলেন না সায়নী।

প্রচার তালিকায় নাম থাকলেও মঙ্গলবার মায়ের শারীরিক অসুস্থার জেরে তৃণমূলের প্রচারে গেলেন না তৃণমূল যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ। গত প্রায় পাঁচ দিন ধরে প্রচার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর। তবে মঙ্গলবারে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকায় কর্মসূচিতে নাম রাখা হয় তাঁর। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, প্রচারে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে ব্যক্তিগত কাজে আটকে থাকার জন্যই প্রচারে আসেননি সায়নী। এরপর মঙ্গলবারে প্রচার তালিকায় নাম থাকলেও প্রচারে গেলেন না তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। জানিয়েছেন,'মায়ের শরীর ভাল নয়।'

গত শুক্রবার সকাল থেকে রাত টানা ১১ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ১০টা ৪৫ নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দপ্তর থেকে বেরিয়েছিলেন যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। জিজ্ঞাসাবাদের ধকল সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, 'আমার কাছে কিছু নথি চাওয়া হয়েছিল। আমি দিয়েছি। ১০০ শতাংশ সহযোগিতা করেছি তদন্তে।' এরপর তাঁকে ফের ৫ জুলাই ফের ইডি জেরার জন্য তলব করেছে। প্রসঙ্গত, বুধবারই সায়নীকে হাজিরা দিতে হবে ইডি দপ্তরে।

ভারতে এসেছেন ব্রিটেনের মন্ত্রী নাইজেল হাডলস্টোন। কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্র ভারতী ঘুরে দেখলেন তিনি। শ্রদ্ধা জানালেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ছবি: অদিতি সাহা

মইনুদ্দিন গাজির মনোনয়ন জমা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মিনাখাঁ ব্লকের কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারজঝল গ্রামের বাসিন্দা মইনুদ্দিন গাজির মনোনয়ন জমা দেওয়ার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এদিকে মইনুদ্দিন গাজির ওই মনোনয়ন বাতিলের ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। জানানো হয়েছিল মামলার পরবর্তী শুনানিতে এ বিষয়ে কমিশনের ভাবনার কথা হাইকোর্টে জানানো হবে। মঙ্গলবার কমিশনের নতুন সিদ্ধান্ত কথা আদালতে জানান কমিশনের আইনজীবী। কমিশনের দাবি, তদন্ত করেই নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। কমিশনের তরফ থেকে জমা দেওয়া হয় রিপোর্টও।

প্রসঙ্গত, সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়ার পরও তাঁর জমা পড়েছিল মনোনয়ন। রিটার্নিং অফিসারের সামনে প্রার্থীর সই ছাড়া কী করে তা জমা নেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তোলা হয় বিরোধী শিবির থেকে। জল গড়ায় হাইকোর্টে। গোটা বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করে রাজ্যের শীর্ষ আদালত। এবার এল তদন্তের নির্দেশ। নির্দেশ দিলেন বিচারতি অমৃতা সিনহা।

এদিকে এ মামলায় আগেই কেন্দ্রীয় সরকারকে পার্টি করে আদালত। কেন্দ্রের আইনজীবীর দাবি, এ ঘটনায় একটা বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাই স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তদন্তের প্রয়োজন

রয়েছে। একই সুর মামলাকারী আইনজীবীর গলায়। এদিন তিনি বলেন, 'কমিশন বর্তমানে এই প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করেছে। তবে, এই ঘটনা অনেক কিছুর দিকে ইঙ্গিত করছে। যখন আমরা এই ঘটনার অভিযোগ জানাতে যাই তখন কেউ অভিযোগ নেয়নি।'

এরপরই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা তদন্ত চাইছেন। কিন্তু তদন্ত কিসের উপরে সেটা হবে? এটা তো একজন প্রার্থীর বিষয়।' তখনই পাল্টা সওয়াল করে মামলাকারী আইনজীবী বলেন, 'এই ব্যক্তি আদৌ মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন নাকি অন্য কেউ তাঁর নামে জমা দিয়েছেন, সেটাই পরিষ্কার নয়।' যদিও শেষ পর্যন্ত সমস্ত সওয়াল জবাব শেষে ফের একবার রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত।

এরই পাশাপাশি আদালতের এও ধারণা, যে ব্যক্তি এই মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছিলেন তিনি বিষয়টায় খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ঠিক মতো স্ক্রুটিনিও হয়নি। তবে এখানেই রিটার্নিং অফিসারের কার্যকলাপ যথেষ্ট সন্দেহজনক বলেই মনে করছে আদালত। আর সেই কারণেই তাই এ বিষয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলেও আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়। আর এই তদন্ত করতে হবে যিনি মনোনয়ন জমা নিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে। আর সেই কারণেই মনোনয়নপত্র সহ সমস্ত নির্বাচনী তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশও দেয় আদালত। তবে এ বিষয়ে কোনও সংস্থা তদন্ত করবে তা পরবর্তীকালে জানিয়ে দেবে কলকাতা হাইকোর্ট, এমনটাই জানানো হয় মঙ্গলবার আদালতের তরফ থেকে। আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে, এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৯ জুলাই।

বিচারপতি সিনহার নির্দেশে স্থগিতাদেশ আদালতের

নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ভাঙড়ের ৮২ প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে বড় ধাক্কা ভাঙড়ের আইএসএফ প্রার্থীদের। ভাঙড় মামলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি সিনহার নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশের জেরে পঞ্চায়েত ভোটে লড়তে পারবেন না ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থী। তবে ১৫ দিন পর ফের শুনানি করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে বিচারপতি দেবাংশু বসাকে'র ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে নাম উধাওয়ের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ভাঙড়ের ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থী। কারণ, তাঁদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে বলে জানায় কমিশন। সেই মামলায় হাইকোর্টের একক বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ওই ৮২ জনের মনোনয়নপত্র ফের খতিয়ে দেখতে হবে কমিশনকে। সব ঠিকঠাক থাকলে ওই আইএসএফ প্রার্থীদের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিতে হবে। বিচারপতি সিনহার ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই মামলার শুনানিতে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

মঙ্গলবার এই মামমলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের মন্তব্য, এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে ভিন্ন রায় আছে। তাই এই মামলার বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজন আছে। সঙ্গে বেঞ্চ এও জানায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে আদালত এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করছে না।

প্রসঙ্গত, মনোনয়ন পর্বে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল ভাঙড়। সেই পরিস্থিতি ভাঙড়ের ৮২ জন আইএসএফ কর্মী মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি বলেই অভিযোগ আইএসএফ প্রার্থীদের। এরপরই তাঁরা নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। আদালত নির্দেশ দেয় পুলিশ প্রহরা মধ্যেই দিয়ে প্রার্থীরা মনোনয়ন কেন্দ্রে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেবে। সেই মতো মতো প্রার্থীরা সব নিজেদের কেন্দ্রে মনোনয়ন দাখিল করেন। কিন্তু কমিশন ৮২ জন প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল করে দেয়। কমিশনের দাবি, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এই প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করেছিলেন। তাই বাতিল করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির অফিসকে সামনে রেখে চলছিল আর্থিক প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৪১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার অফিস আড়ালে বিদেশি নাগরিকদের প্রতারণার চক্র! পার্ক স্ট্রিটের ইলিয়ট রোডে ভুয়ো কলসেন্টারে হানা দিয়ে ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, প্রতারণা করে তোলা টাকা খাটানো হতো হাওয়ালার কারবারে।

এদিকে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন নাগরিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন লালবাজারের সাইবার থানায়। তারই ভিত্তিতে পার্ক স্ট্রিটের ইলিয়ট রোডে সেই ভুয়ো কলসেন্টারে হানা গিয়ে ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও একটি ভুয়ো কলসেন্টারের মামলায় একসঙ্গে এতজনকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা কলকাতায় সাম্প্রতিক অতীতে ঘটেনি। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ধৃতদের মধ্যে কলসেন্টারের দুই মালিকও রয়েছেন।

লালবাজার গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, মূলত অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের টার্গেট করে যোগাযোগ করা হতো এই কল সেন্টার থেকে। খুব কম খরচে তাঁদের কম্পিউটারকে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য 'অ্যান্টি ভাইরাস প্রোটেকশন ডিভাইস' কেনার প্রস্তাব দেওয়া হতো। কেউ কেউ তাতে রাজি হলে তাঁদের গিফট কুপনেরও টোপ দেওয়া হতো। একদিকে কম্পিউটারের সুরক্ষা, অন্যদিকে গিফট কুপন, এই দুইয়ের আশায় অনলাইনে পেমেন্টও করে দিতেন অনেকে। এরপর আদতে কাউকেই অ্যান্টি ভাইরাস প্রোটেকশনও দেওয়া হতো না। না ছিল গিফট কুপনের

সুবিধা। পাশাপাশি লালবাজারের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, গত বারো বছরে এভাবে অস্ট্রেলিয়ার কয়েক হাজার নাগরিক এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই এই ভুয়ো সংস্থাটিকে চিহ্নিত করতে পারছিলেন না গোয়েন্দারা।

এরপরই এই ভুয়ো কলসেন্টারের অফিসে হানা দিয়ে গোয়েন্দারা দেখেন, ৯০টি টেবিলে কাজ চলছে। এই অফিস থেকে ৮৯টি কম্পিউটর, ৮৯টি সিপিইউ, ৮১টা মোবাইল ফোন, একাধিক হার্ড ডিস্ক সহ আরও বেশ কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে এও জানান, এই চক্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা চক্রের যোগসাজশ থাকতে পারে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ভুয়ো কলসেন্টারে তল্লাশি চালিয়ে প্রথমে ৬০ জনকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে অনেকে এই সংস্থায় নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন। ফলে তাঁদের প্রাথমিক জেরার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদের প্রতারণা, জালিয়াতির পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিভিন্ন ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, রান্নার কাজ শুধু মেয়েরাই করবে, ওটা কোনও পরিশ্রমই নয়!

শ্বশুরমশাই গরম ধোসা খেতে চাওয়ামাত্র নববধূ প্রায় ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকেধোসা বানিয়ে আনছেন বা সেই পরিবারের লোকেরা প্রেশার কুকারের ভাতের স্বাদ পছন্দ করেন না বলে কাঠের উনুনে হাঁড়িতে ভাত রান্না করতে বলছেন। বাস্তবটা আসলে আরও অনেক কঠিন। সংসারে স্বামী সন্তান তাদের নির্দিষ্ট কাজ করে বিশ্রামের অনেকটা সময় পায়। কিন্তু ঘরের মহিলার নিজের সময় বলে কিছু থাকে না, তা তিনি যতই শিক্ষিতা বা চাকরিরতা হোন বা না হোন। সন্ধ্যাবেলায় সবাই যখন বিশ্রাম করে, টিভি দেখে বা নিজেদের মতো করে সময় কাটায়, তিনি তখন সবার জন্য জলখাবার বানান, চা করেন। তাঁর এই শ্রমকে খুব স্বাভাবিক ধরা হয়, যেন এই কষ্টটা কোনও কষ্টই নয়। ২০১৯-২০ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের ‘সময় ব্যবহার সমীক্ষা’-তেও বলা হচ্ছে, এক জন ভারতীয় পুরুষ এক জন নারীর থেকে অনেক বেশি সময় পান ব্যক্তিগত কাজ, পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, ঘুমানো ও খাওয়ার জন্য। অধিকাংশ রান্নাঘর যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর নয়, বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকে না, কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির ঘুপচি রান্নাঘরের অবস্থা তো আরও সঙ্গিন। এই তাপপ্রবাহের সময় যখন মানুষকে ভিতরে থাকতে বলা হচ্ছে, তখনও কিন্তু ওই বদ্ধ ভিতরে সকাল-সন্ধে রান্নাঘরে যাঁরা আগুনের সামনে রয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবার মতো কেউ নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। মধ্যবিত্ত বাড়িতে শুধু রাতে বা হয়তো সন্ধে থেকে এসি চলে। কিন্তু বাড়ির মহিলারা সে সুখ বা বিশ্রামটুকুও পান না। লেখক সঠিক ভাবেই বলেছেন মৃণাল সেনের চালচিত্র ছবিতে উনুনের ধোঁয়াতে বিরক্ত ছেলেকে মা বলেন; কোনও দিন রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিস? নিম্নবিত্ত ঘরে অবস্থা আরও কাহিল। সেখানে জ্বালানিও মহিলাদের সংগ্রহ করতে হয়। আমার গৃহসহায়িকা মফস্‌সল এলাকার বাগান থেকে শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করে পাঁজা করে লোকাল ট্রেনে বাড়িতে নিয়ে যান রান্নার জন্য। মধ্যবিত্তের রান্নাঘরে ব্যতিক্রম কয়েক জন স্বামী, যাঁরা স্ত্রীর সঙ্গে রান্নার কাজে থাকেন। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে দু’জনেরই অফিস, ছেলের স্কুল, পরে কলেজ ইত্যাদি থাকায় ও অন্য কারও হাতের রান্না পছন্দ না হওয়ায় আমরা কর্তা-গিন্নি মিলে রান্না করতাম এবং অবসরের পরেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। প্রথম প্রথম প্রতিবেশী মহিলারাও হাসাহাসি করতেন। ওই যে বদ্ধমূল ধারণা, রান্নার কাজ শুধু মেয়েরাই করবে, ওটা কোনও পরিশ্রমই নয়!

জন্মদিন

আজকের দিন

রামবিলাস পাসোয়ান

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সূরজ পাঞ্চোলির জন্মদিন।*

আমাদের আবেগের উজ্জ্বলতায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বড়ো সম্পদ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

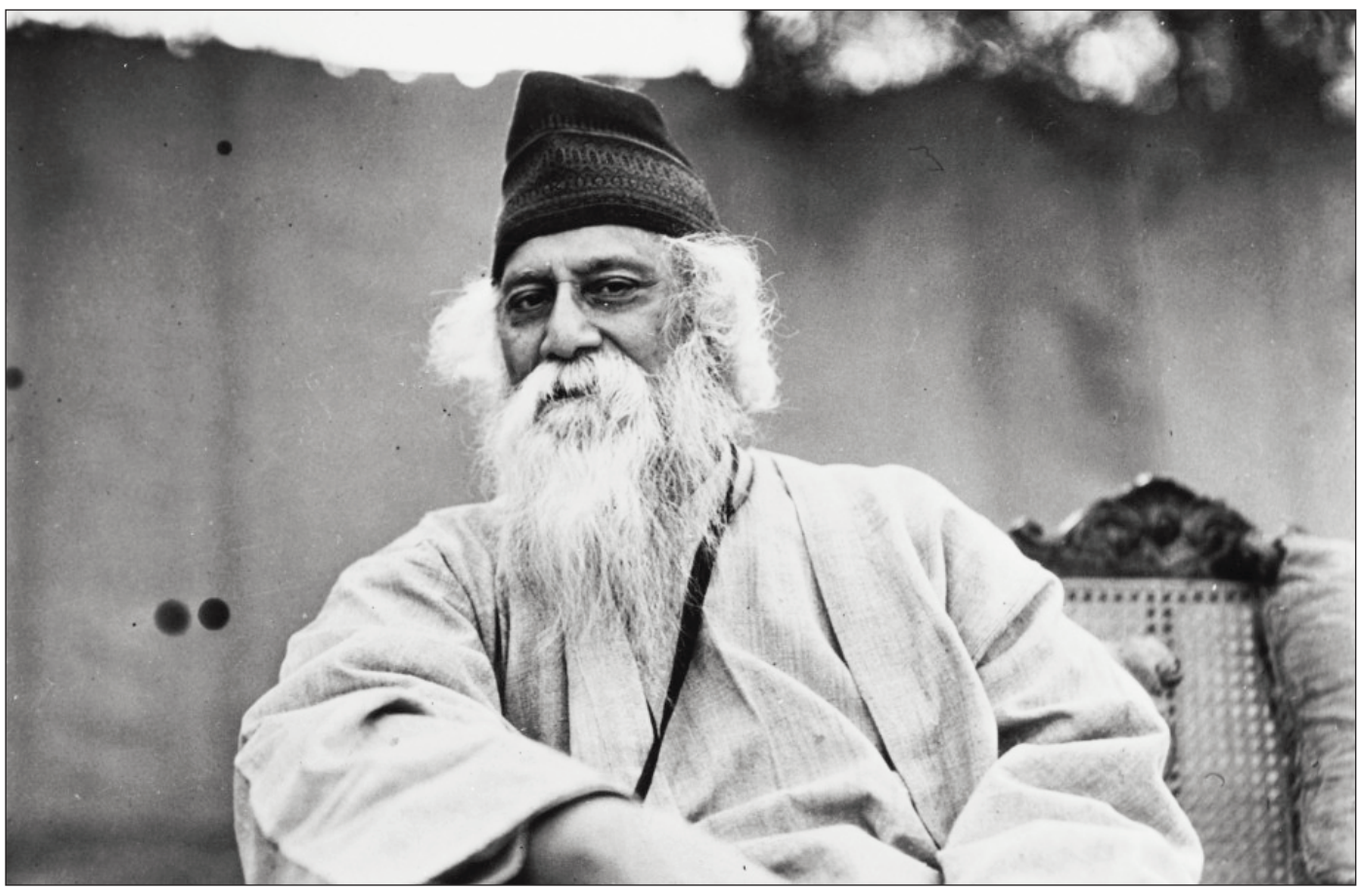

বলছি রবীন্দ্রনাথের কথা। মানে তাঁর প্রবন্ধের কথা। আসলে রবীন্দ্রনাথ এমন এক মহর্ষি যে তাকে নিয়ে কোন দিনক্ষণ লাগে না। তিনি সারা বছর আমাদের জীবনে কোনো না ভাবে জড়িয়ে আছেন। ভুল বললাম। সারা জীবন আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আমাদের আবেগ, ভালবাসায়, দুঃখে, আনন্দে,সুখে,মায়ায়,মমতায়, বিশ্বাসে মোহে, যন্ত্রণায় — মানে জীবনের প্রতিটি মজ্জায় তিনি বেঁচে আছেন। এ বড়ো কম কথা নয়। আসুন তাহলে আর দেরি না করে চলুন আজকের বিষয়ের মূল উৎসে পায়চারি করে আসি।

প্রবন্ধ সাহিত্যের মননশীল রচনার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় ১৮৭২ সালের বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিষ্যবৃন্দের সাহায্যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের জগতকে সুসংগঠিত করেন। কেমন সে গঠন — আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থে। প্রসঙ্গত এখানে চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় কুমার সরকারের নাম উল্লেখ করতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্পর্শে বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য যেমন পেলো শিল্পবস্তু,তেমনই তত্ত্বধর্মি প্রবন্ধ রূপেও পেলো প্রতিষ্ঠা লাভ। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই হলো বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তসূরি। তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য যেমন অভিনব তেমনই গ্রহণ গম্ভীর চিন্তার মৌলিকতা ও অনন্য।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৫ বছর,সেই সময়ই তার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে ‘জ্ঞানাঙ্কুর ‘ পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর সমালোচনামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধগুলো হলো — ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তিনটিতে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী সমালোচনা ও রসবোধ সাহিত্যের সত্যই উল্লেখ এর দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ্যযোগ্য প্রবন্ধ হলো ‘মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা।’ সমালোচনাটি ভারতী পত্রিকায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা অবধি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে ভারতী পত্রিকায় তিনি পুনরায় মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লেখেন। তবে প্রবন্ধ দু’টিতে সাহিত্য তত্বমুলক মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তা প্রদ্ধতির পরিচয় পাওয়া গেলেও তিনি মধু প্রতিভার উপযুক্ত মূল্যায়নে ব্রতী হতে পারেননি বলে মনে করা হয়। তবু প্রবন্ধ দু’টিতে রবীন্দ্রনাথের মননধর্মিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেণশক্তি ও প্রাবন্ধিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৬ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করছেন। তাঁর প্রবন্ধ সমূহে যে মননশীলতা,গভীরতা, তীক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি ও যৌক্তিকতার পরিচয় লক্ষ্য করা যায় তা যে কোনো গীতিকবির কাছে ঈর্ষার বিষয় রূপে পরিগণিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য কালে ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের একদিক ‘ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,ক্ষু রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার মধ্যে এক ধরনের লেখা রহিয়াছে। ত্তাহা,ধর্ম, সংস্কৃতি,সভ্যতা, শিক্ষা সমাজ ও তৎকালীন রাজনীতি সমন্ধে প্রবন্ধ নিবন্ধ। এ জাতীয় লেখার পরিমান নেহাত কম নয়। দ্বিতীয় প্রকারের লেখা সাহিত্য সমালোচনা এবং সাহিত্য ও শিল্পের মুলতত্ব সম্মন্ধে আলোচনা। তৃতীয় তাঁহার জীবনস্মৃতি আত্মবিষয়ে অনন্য লেখা। চতুর্থ প্রকার এর লেখা ‘শান্তিনিকেতন’ ধর্মের ব্যাখ্যান, ধর্মপোলব্ধি সমন্ধে ছোট ছোট লেখা।পঞ্চম তাঁহার পঞ্চভূত। ইহা মূলত রচনা সাহিত্য,তবে এইটি অভিনব কৌশলে রচিত। এবং ষষ্ঠ তাঁহার খাঁটি সাহিত্যিক রচনা। বিচিত্র প্রবন্ধের সব কটি লেখা এবং ‘শান্তিনিকেতন’ এ প্রকাশিত একটি বা কয়েকটি গদ্যরচনা যাহা তাহার গদ্য কবিতারই প্রাক রূপে। অষ্টম রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য। ইহার ভিতরে দেশ বিদেশ ভমন কাহিনি অবলম্বনে পত্রই বেশি।’

সমালোচকদের উক্ত চিন্তা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের এই রূপ শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে — সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি -সমাজনীতি ও শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিক, ব্যাক্তিগত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণ কাহিনী ও ডাইরী।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রসঙ্গ ও সাহিত্যতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৮), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্যের পথে(১৯৩৬), সাহিত্যের স্বরূপ (১৪৬০)। এই পুস্তকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আধুনিক ও বিদেশি সহিত্যবস্তু ও সাহিত্য তত্ব সংক্রান্ত অনেক মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনি প্রাশ্চাত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে , বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় প্রাশ্চাত্য সাহিত্যের গৌরব স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে প্রাচ্য সাহিত্যের মূল রহস্য উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। ‘সাহিত্য’ গ্রন্থে তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনে ও সৌন্দর্য দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ও শিল্পতত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

‘সাহিত্যের পথে’ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হলেও এখানে আধুনীক তত্ত্বকথা ও উপনিষদ তত্ববাদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচারকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের বাংলা ও বিগত যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। লোক সাহিত্যে আছে ছড়া কবিগান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাগুলো সংকলিত হয়েছে তাঁর আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), শিক্ষা(১৯০৮) রাজাপ্রজা (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), পরিচয় (১৯১৬),কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১ বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে। রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সমাজ সর্বক্ষেত্রেই তিনি মহৎ মনুষ্যত্ব দেখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় যে কর্ম প্রবণতা, রাষ্ট্রনীতি ও স্বদেশ চেতনা শিক্ষাচিন্তা ছিল তা আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার আচরণগত সীমাবদ্ধ তত্ত্বকে জীবনে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। তিনি উপনিষদ, বৈষ্ণব ও বাউল সাধারণ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতি সম্প্রদায় হীন মানবধর্ম এ। তাঁর ধর্ম-দর্শনগত চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন(১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩) গ্রন্থে। শান্তিনিকেতন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গভীর, বিপুল প্রসারী, চিন্তাধারা ও আত্মোপলব্ধি উদঘাটিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তত্ব ও দার্শনিকতা শুধু মননের ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়,তাঁর জীবনের সাথে চিন্তা ও দর্শন যেন এক হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাক্তিগত প্রবন্ধের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য করতে হয় পঞ্চভূত (১৮৯৭), বিচিত্রা প্রবন্ধে(১৯০৭), লিপিকা(১৯২২), বিবিধ গ্রন্থে। এইসব গ্রন্থে ক্ষণে ক্ষণে কবির ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধন ঘটেছে। কেউ কেউ লিপিকাকে ছোট গল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লিপিকার কিছু গল্প ছোটগল্পের অনুরূপ হলেও প্রবন্ধটির মুলসুর ব্যাক্তিগত প্রবন্ধের সহধর্মী। পঞ্চভুত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভুতকে মানুষ বানিয়ে জগৎ জীবন, সৌন্দর্য,শিল্পতত্ব বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

‘বিচিত্রা প্রবন্ধ’ পাশ্চাত্য জগতের আদর্শে রচিত হলেও গ্রন্থটিতে কবির ব্যাক্তিগত অনুভূতি,আবেগ, দার্শনিক চিন্তায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের পরতে মনের বিনায় যে সুর উত্থিত হয়েছে তা অনেকাংশ বিচিত্রা প্রবন্ধ বাক্ত হয়েছে। প্রবাসির পত্র (১৮৮১), যুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (১৮৯১-৯৩), জীবন স্মৃতি (১৯১২), জাপান যাত্রী (১৯২১), রাশিয়ার চিঠি(১৯৩১), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯), ছেলেবেলা (১৯৪০), ছিন্নপত্র (১৯১২) ইত্যাদি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। জীবনস্মৃতি কবির বাস্তব জীবন নহে, কবির জীবন উপলব্ধের জন্যে যে তত্বের প্রয়োজন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে জাপান যাত্রী ও পথের সঞ্চয় গ্রন্থে কেবলমাত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা হয়েছি এমনটা নয়, একটা দেশ ও জাতির নব পরিচয় উদ্ঘটিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল প্রবন্ধ সাহিত্য তাঁর মনীষা, প্রজ্ঞা, প্রতিভার ব্যাপকতা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তির পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে শ্রী অতুল গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য প্রবিধান যোগ্য — ‘রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ সাহিত্যের সমালোচনায় কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায় বাংলা কবিতার ছন্দ বিচার, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটনে — সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির রাগ বৈভব।... এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ। যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব তার চেয়েও দুর্লভ মহাকবির প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা।’

তথ্যসুত্র: মাইতি এডুকেশন।

চাকবাক

চা বানানোর নিয়ম: জর্জ অরওয়েল

সম্পাদক সমীপেষু,

নীলাঞ্জর মুখোপাধ্যায়ের ‘নেশার মহিমা: সেকালে, একালে’ (০৩ জুলাই, ২০২৩) পড়ে সবার মতো আমিও ঋদ্ধ এবং মুগ্ধ হয়েছি। এমন তথ্যবহুল সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে এখন দুর্লভ। সাধারণের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেশা যে চা তা খাওয়ার নানান ধরন-ধারণ আছে। তাও অনেক চমকপ্রদ। আমি শুধু এমন এক জন মানুষের লেখা চা খাওয়ার প্রকরণ জানাবো, তা জেনে আশা করি অনেকেই বিস্মিত হবেন। তিনি আর কেউ নন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক এবং সমালোচক জর্জ অরওয়েল। তাঁর লেখা ‘এ নাইস কাপ অফ টি’ প্রবন্ধে তিনি চা তৈরি করার এগারোটি নিয়ম বাতলেছেন।

এক, চা পাতা হওয়া চাই ভারত বা শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুত। কারণ, চিনের চায়ে নাকি উত্তেজক উপাদান কম আছে। দুই, চা কম পরিমাণে বানাতে হবে- অর্থাৎ টিপটে। পাত্রে বানানো চা নাকি স্বাদহীন। টিপট হবে চিনামাটি বা মাটির পাত্রে তৈরি। তিন, পাত্রটি আগে গরম করে নিতে হবে। এখানেও আবার নিয়ম আছে। গরম জল দিয়ে ধুয়ে গরম করলে হবে না। সরাসরি ওভেনের গায়ে বা পাশে লাগিয়ে। চার, চা খুব তীব্র হতে হবে। কানায় কানায় ভরা এক পট চায়ে ছয় চা চামচ ভর্তি-ভর্তি চা দিতে হবে। মাগগি-গণ্ডার বাজারে এটা বিলাসিতা মনে হলে দিনে এক কাপ ভালো চা খাবেন বেশি বার সাধারণ মানের চা না খেয়ে। পাঁচ, চা সরাসরি টিপটে ঢালতে হবে। কোন রকমের ছাকনি ব্যবহার করা যাবে না চা-পাতা বন্দি করতে। প্রকৃতপক্ষে কেউ সামান্য চা-পাতা খেলে কোন ক্ষতি হবে না। ছয়, টিপট একেবারে কেটলির কাছে নিয়ে যেতে হবে, বরং উলটোটা যেন না হয়। এর কারণ চা-পাতার সঙ্গে জলের মোলাকাত হতে হবে একেবারে ফুটন্ত অবস্থায়। কেটলি ওভেন থেকে তুলে এনে ঢাললে জলের তাপমাত্রা কমে যাবে। সাত, চা বানানোর পরে চা-পাতাসহ তরলকে খুব জোরে নাড়াতে হবে। সবচেয়ে ভালো টিপটটিকে ধরে ঝাঁকানো। তারপর চা-পাতাকে থিতোতে দিতে হবে। আট, এক সুন্দর ব্রেকফাস্ট কাপ

থেকে চা খেতে হবে- অর্থাৎ মগের আকৃতির কাপ, চওড়া নয়। ব্রেকফাস্ট কাপে বেশি চা ধরে এবং অন্যথায় চা ভালো করে খেতে শুরু করার আগেই ঠান্ডা হয়ে যায়। নবম, দুধের পাত্র থেকে সর তুলে ফেলতে হবে। ক্রিমের ভাব বেশি থাকলে চা পানের সময় নাকি রুগির মতো মনে হয়। দশ, কাপে আগে চায়ের লিকার ঢালতে হবে এবং তার পরে দুধ। তাহলে প্রয়োজন মতো দুধ মেশানো হবে। অনেকে আগে কাপে দুধ ঢালেন। তাতে দুধের ভাগ বেশি হয়ে যেতে পারে।

এগারোতম নিয়ম নিয়ে বিশাল বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। তা হলো চিনি ছাড়া চা খেতে হবে। অরওয়েলের সময় এই বিষয়ে তিনি সংখ্যালঘু ছিলেন। কিন্তু, এখন ব্যাপারটি একদম উলটো। চিনি মেশানো চা খাওয়ার লোক মনে হয় সংখ্যালঘু। রক্তে শর্করা হতে পারে এই ভয়ে বেশির ভাগ তরুণ তরুণী চিনি-ছাড়া চা খাওয়ার অভ্যাস ধরে ফেলেছেন। অরওয়েলের মত হলো, কেউ নিজেকে সত্যিকারের চা-প্রেমী বলতে পারে না যে চিনি মিশিয়ে চায়ের গন্ধ এবং স্বাদ নষ্ট করে ফেলে। যেমন বিয়ার তেতো হতে হবে তেমনি চাকেও তেতো হতে হবে। চিনি মেশানো চা খেলে নাকি শুধু চিনিরই স্বাদ পাওয়া যায়। তাই তাদের প্রতি অরওয়েলের উপদেশ তাঁরা যেন গরম জলে চিনি মিশিয়ে খান। চা খাওয়ার বিষয়টি বোধহয় গুলিয়ে দিলাম। ক্ষমা করে দেবেন।

জর্জ অরওয়েলের কাছে ভারতের চা কেন প্রিয় হবে না? তাঁর জন্ম ভারতে। এছাড়া, কর্মজীবনের সূত্রে এক বিশ্ববিখ্যাত চা-বাগানের কথা জেনেছিলাম — মকাইবাড়ি টি। দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং-এর কাছে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট চা-বাগান। এই বাগানের পাতা চা খেয়ে ইংল্যান্ডের বাকিংহ্যাম প্রাসাদের সকাল শুরু হয়। একশ’ বছরেরও পুরনো চা-বাগান মালিক স্বরাজ ব্যানার্জি বিক্রয় করে দিয়েছেন অন্য এক বাঙালি চা ব্যবসায়ীকে। রাজা ব্যানার্জি নামে চায়ের জগতে খ্যাত এই ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে চেপে বাগান দেখতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল, জলপাইগুড়িতে বাগানের চা প্যাকেজিং প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার সুবাদে। বাঁশের চোঙ প্রতিটি চা গাছের গোড়ায় লাগানো থাকতো। নীচে করা ছিদ্র দিয়ে চুইয়ে জল চা গাছের গোড়ায় যেতো। বৃষ্টি হলে আপনা আপনি চোঙ ভরে যেত। নচেৎ বাগান-কর্মিদের গাছ ঘুরে ঘুরে জল দিতে হতো। চায়ের কথা নিয়ে এই ভাবে অনেক গল্প জমে ওঠে। এই উপকারী পানীয়টি টিকে থাক, আর আমরা সঠিকভাবে পানীয় তৈরি করি — সেই কামনাই করি।

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি,
লিচুবাগান,
খড়দহ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আচমকা মৃত্যু সিপিএম প্রার্থীর, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিয়মমাফিক বন্ধ হবে ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের এক মহিলা প্রার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বন্ধ হয়ে গেল এলাকার পঞ্চায়েত ভোট। মৃত প্রার্থীর নাম সুমিত্রা দাস। বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের গৌরহাটি অঞ্চলে। এবারের নির্বাচনে সুমিত্রা গৌরহাটি ২ নম্বর অঞ্চলের কৃষ্ণবাটি ৮ নম্বর সংসদ থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। বিডিও জানিয়েছেন, 'নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ভোট বন্ধ থাকবে।'

জানা গিয়েছে, সোমবার এলাকায় খবর আসে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটা দুর্ঘটনা নয়, তাঁকে খুন করা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ট্রেনের সামনে ফেলে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করেন সুমিত্রা দেবীর মেয়ে শিল্পা দাস।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, ডোঙলমোড় সংলগ্ন এলাকার এক ব্যবসায়ী গৌরহাটি এবং ডোঙলমোড় এলাকা থেকে ১০-১২ জনের দল করে কাকদ্বীপের একটি মন্দিরে গিয়েছিলেন। ওই দলের মধ্যে ছিলেন সুমিত্রা দাসও। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে ঠাকুরের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুমিত্রাদেবীর মেয়ে অভিযোগ করেন তাঁর মা তাঁকে ফোন করে বলেন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া লোকেরা তাঁর ওপর শারীরিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তারপর তিনি কোনরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রেনে করে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। এরপরেই বারুইপুর সংলগ্ন এলাকায় সুমিত্রার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি নিজে আত্মহত্যা করেছেন নাকি তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা । সুমিত্রাদেবীর মেয়ের দাবি, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া গণেশ দৌঁড়ে তাঁকে ফোন করে বলে তাঁর মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ে মায়ের নিরুদ্দেশ প্রসঙ্গে পুলিশে জানাতে চাইলে ওই প্রান্ত থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় ওই কাজ ভুলেও যেন না করে। সুমিত্রাদেবীর মেয়ে অভিযোগ করেন, 'আমার মাকে খুন করা হল। আমি এর তদন্ত চাই।'

উল্লেখ্য সুমিত্রা দাসের স্বামী উত্তম দাস তিন বছর আগে মারা গিয়েছেন। তিনি বিগত দিনে ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। একসময় কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সুমিত্রা দেবীর যমজ দুই ছেলে ও দুই মেয়ে বর্তমান। এক মেয়ে বিবাহিত। তবে এই বিষয়ে আরামবাগের সিপিএম নেতা পুর্নেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন অনুযায়ী ভোট বন্ধ হবে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারকে জানিয়েছি। উনি এবার বিষয়টি দেখবেন।' অন্য দিকে আরামবাগের ভিডিও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ভোট বন্ধ থাকবে।'

মহিলা প্রার্থীর নামে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'বিজেপি প্রার্থী জিতলে এলাকায় স্বামী বাঁচাও প্রকল্প করতে হবে।' গেরুয়া ব্রিগেডের মহিলা প্রার্থীকে উদ্দেশ করে তৃণমূল নেতার কুরুচিকর মন্তব্যে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা।

'এলাকায় যিনি বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন, তিনি জিতলে আমাদের স্বামী বাঁচাও প্রকল্প দিতে হবে।' বাঁকুড়ার সানবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামদাসপুর চার্বাক পল্লি বুথের বিজেপি প্রার্থী দীপু বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তৃণমূল নেতার এমন বিতর্কিত মন্তব্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিজেপির ওই মহিলা প্রার্থী সম্পর্কে প্রকাশ্যে তৃণমূলের শ্রমিক নেতার এই মন্তব্যে সমালোচনায় সরব হয়েছেন নেটিজেনরাও। বক্তব্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শ্যামসুন্দর দত্ত নামে তৃণমূলের ওই শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার ও তাঁর শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার বাঁকুড়া সদর থানায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। দায়ের করা হয় অভিযোগও।

বাঁকুড়ার সানবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামসুন্দরপুর চার্বাক পল্লি বুথে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন স্থানীয় দীপু বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল সন্ধ্যায় ওই বুথ এলাকায় দীপু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর সমর্থনে প্রচার সভা করে তৃণমূল। সেই সভায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা শ্যামসুন্দর দত্তর একটি বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যেখানে ওই নেতাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'বিজেপির নেত্রীদের কেউ ড্রাগ পাচারে যুক্ত, কেউ আবার মধুচক্রে যুক্ত। আর এখানে যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি সিনেমার অভিনয়কেও হার মানাতে পারেন। আমার পরামর্শ সিনেমা করুন অনেক বেশি কামাতে পারবেন। রাজনীতিতে তা পারবেন না।'

এরপরই এলাকার বিজেপি প্রার্থী দীপু বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে ওই তৃণমূল শ্রমিক নেতা বলেন, 'আগে দীপু বন্দ্যোপাধ্যায় ওন্দা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করত। সে সময় ওন্দা কলেজের জনৈক কর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ এনে পয়সা নিয়ে রফাদফা করতে চেয়েছিল। এখন সে এলাকায় জিতলে আমাদের স্বামী বাঁচাও প্রকল্প আনতে হবে। না হলে এলাকার পরিবেশটা নষ্ট করে দেবে।' যদিও ভাইরাল এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তাঁর এই বক্তব্যের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে বলে দাবি করেছেন। ফলে কার্যত তিনি এই বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

যদিও বিজেপি এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে রীতিমতো আন্দোলনে নেমেছে। আজ ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার ও তাঁর কঠোর শাস্তির দাবিতে বাঁকুড়া সদর থানায় হাজির হয়ে শ্যামসুন্দর দত্তর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি প্রার্থী দীপু বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বিজেপির দাবি, রাজনৈতিক প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ওই তৃণমূল নেতা যেভাবে একজন মহিলার চরিত্রহনন করেছেন, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবিলম্বে তাঁকে গ্রেপ্তার করা না হলে, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি।

GPT group

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

(CIN- L20103WB1980PLC032872)

রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); দূরভাষ: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ফ্যাক্স- +৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৩৯৯

দেখুন: www.gptinfra.in, ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **২৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ, বৃহস্পতিবার** বিকেল ০৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") -এর মাধ্যমে এজিএম সভার বিজ্ঞপ্তিতে বিধৃত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।

এজিএম -এর নোটিস ও ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের কাছে ০৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে পাঠানো হয়েছে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে, যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার্ড আছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ও এজিএম -এর নোটিস এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইট এবং আরটিএ -এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** -তে। এজিএম-তে নিষ্পন্ন হবে এমন কার্যাদির দফা সম্পর্কিত কাগজপত্র বৈদ্যুতিনভাবে পরিদর্শন করা যাবে এজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং ও ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলি

কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত প্রস্তাবের ওপর তার সমস্ত সদস্যদের তাঁদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। এ-ছাড়াও কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধারও ব্যবস্থা করছে। রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং -এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম -এর নোটিসে দেওয়া আছে, একইসঙ্গে তা আরটিএ-এর সদস্যদের কাছে পাঠানো ই-মেল -ও আছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুরু হচ্ছে ২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখ সোমবার সকাল ৯.০০টায় এবং তা শেষ হবে ২৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখ বুধবার বিকেল ৫.০০টায়। এরপরে রিমোট ই-ভোটিং -এর মডিউল অকার্যকর করে দেওয়া হবে।

যে-ব্যক্তিদের নাম ২০ জুলাই, ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার (কাট-অফ তারিখ) মতো সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপজিটরির রাখা সুবিধাভোগী মালিকের রেজিস্টারে নথিভুক্ত থাকবে কেবল তাঁরাই তাঁদের ভোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে **https://instavote.linkintime.co.in** -তে দিতে পারবেন বা এজিএম -এ অংশগ্রহণ ও ভোটদান করতে পারবেন।

সমস্ত সদস্যকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ৪৩তম এজিএম -এর নোটিসে প্রদত্ত সাধারণ এবং বিশেষ কার্যাদি শুধু ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হবে।

যে-সব সদস্য এই নোটিস ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধরে রেখেছেন তাঁরা এজিএম -এর নোটিসে ব্যবস্থিতমতো পদ্ধতিতে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন বা **enotices@linkintime.co.in** বা **gil.cosec@gptgroup.co.in** -কে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে।

যে-সব সদস্য এজিএমে অংশ নিয়েছেন অথচ রিমোট ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা এজিএম চলাকালীন তাঁদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। রিমোট ই-ভোটিং -এ তাঁদের ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা এজিএম -এ যোগদানের যোগ্য হবেন কিন্তু আবার তাঁদের ভোট প্রদানের জন্য উপযুক্ত হবেন না।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের লগ ইন/ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকে তবে তাঁরা তা **enotices@linkintime.co.in** ই-মেল করতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন টেলিফোনে : ০২২-৪৯১৮ ৬০০০ নম্বরে। বিকল্পে, সদস্যরা, কোম্পানি সেক্রেটারিকে ই-মেইল আইডি **gil.cosec@gptgroup.co.in** -তেও লিখতে পারেন বা টেলি. ০৩৩ ৪০৫০ ৭০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত আরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
(A-51590)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৭.২০২৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, পোল্ট্রিফার্ম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একটি বেসরকারি পোল্ট্রি ফার্মে লাগানো বিদ্যুতের তারে আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আর এই ঘটনার পর ওই পোল্ট্রি ফার্মের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপুর এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা ওই পোল্ট্রি ফার্ম এলাকা থেকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিক্ষোভে সোচ্চার হন। পাশাপাশি পোল্ট্রি ফার্মের মালিককে যাতে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয় এই দাবিও জানিয়েছেন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বিজয় মণ্ডল (৫০)। তাঁর বাড়ি মানিকপুর গ্রামে। এদিন সকালে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আম বাগানে আম পাড়তে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় আমবাগান সংলগ্ন পোল্ট্রি ফার্মের চারিদিকে লাগানো ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। এরপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসাকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পোল্ট্রি ফার্মের বাইরে চালাগুলি বিদ্যুতের তার দিয়ে ঘেরা রয়েছে এই সম্পর্কে কেউ কিছু জানতো না। যার ফলে এদিন এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। অকালে একজন প্রাণ হারালো। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে ওই পোল্ট্রি ফার্মের মালিক। তার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

জন্মগত ত্রুটিজনিত শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ বিভাগ আরামবাগ মেডিক্যালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ মেডিক্যোল কলেজ ও হাসপাতালের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হল। এবার আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জন্মগত ত্রুটিজনিত শিশুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ বিভাগ চালু হল। মঙ্গলবার সুপার স্পেশালিটি ভবনে এমএসভিপি ইন্দিরা দত্ত ডিস্ট্রিক আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী। জানা গিয়েছে, এই বিভাগে জন্মগত সমস্যা সংক্রান্ত শিশুদের ফিজিওথেরাপি, অপথ্যালমোলজি, সাইকোলজি ও ডেন্টাল সমস্যার চিকিৎসা হবে। শিশুদের এইসব সমস্যার চিকিৎসার জন্য এতদিন মহকুমা ও জেলার বাসিন্দাদের কলকাতায় যেত হত। সুপার স্পেশ্যালিটি বিভাগের প্রথম তলায় প্রাথমিকভাবে এই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে হাসপাতার সংলগ্ন নির্মীয়মাণ নতুন ভবনে এই বিভাগটি স্থানান্তর করা হবে। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ইন্দিরা দত্ত বলেন, 'হুগলি জেলার মধ্যে প্রথম এখানে ডিইআইসি চালু হল। আধুনিক চিকিৎসার সব সরকম সুবিধা পাওয়া যাবে। ব্যায়বহুল এই চিকিৎসার জন্য কলকাতা বা ভিন রাজ্যে যেতে হবে না। উন্নতমানের এই চিকিৎসা পরিষেবা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বড়সর ভূমিকা নেবে।' অন্য দিকে, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু বিভাগে ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসা এক গৃহবধূ বলেন, 'শিশুদের আধুনিক চিকিৎসা এখানেই দ্রুত শুরু হলে অনেক শিশুই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। কেননা সদ্যোজাত অবস্থায় চিকিৎসা শুরু হলে তার জটিল সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্ভব।' সবমিলিয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন বিভাগ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

চন্দনা বাউড়ির আত্মীয়দের মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়ার দাবিতে বিজেপি সমর্থক ও বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ির আত্মীয়দের মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় চারজনকে নিয়ে আসা হয় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার শালতোড়ার কেলাই গ্রামে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের জন্য গ্রাম জুড়ে লাগানো হয়েছিল তৃণমূলের দলীয় পতাকা। অভিযোগ, বাড়ির সামনে লাগানো তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেন বিজেপি সমর্থক ও চন্দনা বাউড়ির আত্মীয়রা। এরপর ওই পরিবারের ওপরে চড়াও হন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী। শুরু হয় বচসা, তখ নই আচমকা লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তৃণমূল কর্মীরা ওই চারজন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ওই চারজনকে নিয়ে আসা হয় স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ি। পরে ওই চারজনকে স্থানান্তরিত করা হয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ি নিজে গাড়ি করে ওই চারজন আহত ব্যক্তিকে নিয়ে এসে ভর্তি করেন বাঁকুড়া মেডিক্যালে।

বিধায়িকা চন্দনা বাউরির দাবি, তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছেঁড়েননি তাঁর পরিবারের লোকজন। বিজেপি করার 'অপরাধে' তাঁর পরিবারের ওপর হামলা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রীর দাবি, গ্রাম্য বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের কর্মী বা সমর্থকরা কোনও ভাবেই যুক্ত নন।

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০৪.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিকাশ চন্দ্র দে** কে বকেয়া পরিমাণ **১৮,৪৬,৭৮৯.৪৭ (আঠারো লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ উননব্বই টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন **৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৭,৬৭,৫৭৫.০০ টাকা (সতের লাখ সাতষট্টি হাজার পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা) টাকা** সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ শ্রী বিকাশ চন্দ্র দে-র নামে, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৭৯২, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯৬ অধীন, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৮৮, গ্রাম এবং পো. সাতগাছিয়া, জেএল নং ৮১, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তির।
চৌহদ্দি - উত্তরে - কালনা রোড, দক্ষিণে - সুশান্ত কুমার দে-র জমি, পূর্বে - সুরেন্দ্রনাথ নন্দীর জমি, পশ্চিমে - সুশান্ত কুমার দে-র জমি সমন্বিত।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৩
স্থান : সাতগাছিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, ব্রাঞ্চ হাওড়া
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, পিন - ৭১১১০১, ই-মেল : sbi.10263@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিকেশ জৈন এবং শ্রীমতি দীপালি জৈন** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পদের বিস্তারিত/ জামিনদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা নিশ্চিত করতে হবে	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তাং অনুযায়ী)
১.	**শ্রী বিকেশ জৈন** পিতা প্রয়াত বিজয় চাঁদ জৈন **শ্রীমতি দীপালি জৈন** স্বামী বিকেশ জৈন **ঠিকানা -** ৩৪/১, নন্দলাল মিত্র লেন, থানা - গোলাবাড়ি, হাওড়া - ৭১১১০৬ এবং ফ্ল্যাট নং এ, ব্লক নং ২, ১ম তল, ২৬৩, জি.টি. রোড (দক্ষিণ), পো. এবং থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ **লোন অ্যাকাউন্ট : ৬২২৬৮২৬২৫৩০ (এইচবিএল) এবং ৬২২৬৮২৬২৭২২ (সুরক্ষা) ৬২৫০৬৮৩৩৯৮১ (ক্যাশ ক্রেডিট)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট জ্ঞাত ফ্ল্যাট নং 'এ' একতলায়, ব্লক নং ২, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৭২ বর্গ ফুট, ৩ (তিন) বেড রুম, লিভিং এবং ডাইনিং রুম, ২ (দুই) টয়লেট, কিচেন এবং ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি, চলাচলের পথ, সিঁড়ি, লিফট, লবি, খালি জায়গা, সিঁড়ির মাথার ঘর, এবং লিফট রক্ষণাবেক্ষণ ঘর এবং অন্যান্য সকলের ব্যবহারের সুবিধা ফ্ল্যাট ও ভবনের অধিকার সহ প্রেমিসেস নং ২৬৩, জিটি রোড (দক্ষিণ), থানা- শিবপুর, হাওড়া পৌর সংস্থার অধীন জমির অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশের যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ৫ (পাঁচ) বিঘা ১ (এক) কাঠা, ১৫ (পনেরো) ছটাক, ৪ (চার) বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ সমন্বিত। হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩৭, দাগ নং ২৯৫, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫ , ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৪/৬৫৮, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, খতিয়ান নং ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, সিট নং ১১৮, মৌজা এবং থানা- শিবপুর,জেলা- হাওড়া ঠিকনায় **ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি-** উত্তরে- ফাঁকা এলাকার পর অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ, দক্ষিণে- অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ, পূর্বে- ব্লক ১ এর ফাঁকা এলাকার পর অভ্যন্তরীন গাড়ি চলার পথ, পশ্চিমে-সিঁড়ি, লিফট, লবি এবং পরবর্তীতে পার্কিং জোন সমন্বিত। সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১৫১ বর্গ ফুট একতলায় ভবনের ব্লক নং ২ এবং সকলের ব্যবহারের অভ্যন্তরীন সড়ক/ গাড়ি চলার পথ প্রেমিসেস নং ২৬৩ জিটি রোড (দ.), থানা- শিবপুর, হাওড়া পুরসভা অধীনএবং জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত। **কার পার্কিং স্পেস এর চৌহদ্দি-** উত্তরে -অভ্যন্তরীন সড়ক, দক্ষিণে- অন্যান্যের কার পার্কিং স্পেস, পূর্বে- অন্যান্যের কার পার্কিং স্পেস, পশ্চিমে- অভ্যন্তরীন চলার পথ সমন্বিত এবং **সম্পত্তি বিকেশ জৈন এবং দিপালী জৈন এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৩২১৭-২০১৩ সালের** অনুযায়ী, সিডি ভলুম নং ৭, পৃষ্ঠা ২০২২ থেকে ২০৫২, নথিভুক্ত বুক নং ১, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	০৯.০৬.২০২৩	০১.০৪.২০২৩	**৩০,২৫,২২১.০০ টাকা (তিরিশ লাখ পঁচিশ হাজার দুশো একুশ টাকা)** পরবর্তী সুদ উল্লিখিত চুক্তির হার অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়ের ক্ষেত্রে আপনারা দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৫.০৭.২০২৩
স্থান : হাওড়া

*১০.০৪.২০২৩ তারিখের আগের দ্রষ্টব্যসমূহ বাতিল/প্রত্যাহার করা হয়েছে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঝাড়গ্রামের নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্বপ্ন দেখাচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামে সদ্য তৈরি হওয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করছে এবার প্রথম ব্যাচ। ঝাড়গ্রামবাসীর কাছে এই মেডিক্যাল কলেজ ছিলো স্বপ্নের।

সেই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এখান কার ছাত্র, ছাত্রীরাও। বড় উদাহরণ, সারা রাজ্যে এমন নজির নেই, যে এমইস-এ পড়ার সুযোগ পেয়েও তা হেলায় ছেড়ে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে এখ ান কার মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে সোহন রায়ের মতো ছাত্র। আর এই ভাবনাকে সার্বিক রূপ দিচ্ছেন বর্তমান কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ সুস্মিতা ভট্টাচার্য। তাঁর দায়িত্ব ভার নেওয়ার পরই, অধ্যাপক, কলেজের কর্মী থেকে ছাত্র ছাত্রী সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই মেডিক্যাল কলেজ কে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টায়। বর্তমানে কলেজের প্রতিটা

ডিপার্টমেন্টই আশা জাগাচ্ছে ঝাড়গ্রামবাসীকে। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ছিল পয়লা জুলাই। দিনটি মঙ্গলবার উদযাপন করা হয়। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীরা ডাক্তারদের সম্মান জ্ঞাপন এবং এক রক্তদান শিবিরের আয়জন করে। প্রথম বর্ষের প্রায় ১০০ জন ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা রক্তদান করে দিনটি পালন করেন মঙ্গলবার। গোটা অনুষ্ঠানে তাদের পাশে ছিলেন তাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডাঃ সুস্মিতা ভট্টাচার্য।

তিনি তাঁর জীবনের কাজের উদাহরণ তুলে বলেন কাজের সময় নিজের পরিবার কেও দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। আজ যে ভাবে সবাই একসঙ্গে হয়ে মানুষে সেবায় এই অনুষ্ঠান করছে তার প্রশংসা করে ছাত্র ছাত্রী দের এভাবেই পড়াশোনা শেষ করে কর্ম জীবনেও মানুষের প্রয়োজনে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন তিনি। ছাত্র ছাত্রীরাও অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের বক্তব্য প্রথম বর্ষের এই একশো জন ছাত্রছাত্রী সবরকম ভাবে ঝাড়গ্রামের মানুষকে পরিষেবা দেবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্র নাথ মাহাতো। তিনিও সমস্ত রকম পরিস্থিতি তে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জিপাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩১০১
ফোন : (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০, ২২৬৬৩৩৯৫, ২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫, ২৬৬৩৪৩০, ২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৫৬১১৮১, আমাদের ইমেল করুন : burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] পরিশিষ্ট - IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, হাওড়া রিজিওনাল অফিস এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**ঋণগ্রহীতা : রবি বিবি** স্বামী - জামাল মহম্মদ, গ্রাম - সিরাজপুর, পো. খুজুটিপাড়া, থানা - নানুর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২১৫, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা : জামাল মহম্মদ,** পিতা - মাসুদ মহম্মদ, গ্রাম - সিরাজপুর, সেহালা, পো. খুজুটিপাড়া, থানা - নানুর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২১৫, পশ্চিমবঙ্গ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-সেহালা, জেএল নং ১০৬, খতিয়ান নং আরএস ৭৩৯, এলআর ১৫০৭, দাগ/প্লট নং ২০, পরিমাণ এরিয়া ৪ শতক, জমির প্রকৃতি-ভিটা, থানা- নানুর, জেলা- বীরভূম, ঠিকানায় রবি বিবি, স্বামী জামাল মহম্মদ এর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং আই-৫১৬-২০১১ সালের, তারিখ ২৮.০১.২০১১, এডিএসআর অফিস নানুর অনুযায়ী **চৌহদ্দি -** পূর্বে-মহম্মদ সফিকের খালি জমি, পশ্চিমে-ভবনের প্রবেশ পথ, উত্তরে-আফরাজ খানের একতলা ভবন, দক্ষিণে-মুফা শেখের খালি জমি সমন্বিত।	২৭.০১.২০২৩ এবং ০৩.০৭.২০২৩	**৫,১৯,৩৮২.০০ টাকা (পাঁচ লাখ উনিশ হাজার তিনশ বিরাশি টাকা) ১২.১২.২০২২ অনুযায়ী** (৩১.০৮.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৩
স্থান : বর্ধমান

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস

বঙ্কিম হাঁসদার মৃত্যু হার্ট ডিজিজে

পুলিশের যুক্তির বিরোধিতায় সিবিআই তদন্তের আর্জি, কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

বুদ্ধদেব পাত্র

পুরুলিয়া: বোরো থানার কেন্দডি গ্রামের বিজেপির বুথ সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম হাঁসদার মৃত্যু হয়েছে হার্ট ডিজিজের কারণে! ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে নিয়ে সোমবার রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা ঘোষণা করেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও পুলিশ সুপারের এই যুক্তি মানতে নারাজ পুরুলিয়ার বিজেপি নেতৃত্ব। তারা এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি নিয়ে আদালতের হবে বলে জানিয়েছে। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান।

পাশাপাশি তিনি তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশ প্রশাসনকে তুলোধনা করেন। তিনি দাবি করেন, 'এত তড়িঘড়ি ১৮০ স্পিডে ময়নাতদন্ত কেন করা হল? তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। তারপরেই পুলিশ জানিয়ে দিল হার্টের অসুখের কারণে বঙ্কিম হাঁসদার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরেই আমরা কেন্দডি গ্রামে পৌঁছলে গ্রামবাসীরা জানান, মৃতদেহের কানে এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। কাউকে যদি ২৫ তলা উঁচু ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় সে মাটিতে পড়ার আগেই ভয়ে মারা যাবে। এখানে সেরকমও হতে পারে। এই ময়নাতদন্তেও রহস্য থাকতে পারে। এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা।' তাঁর আরও দাবি, 'বঙ্কিম হাঁসদা সহ বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। পুলিশকে জানানো হলেও, অভিযোগ নেয়নি। প্রচারে বেরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোর পরের দিন গ্রামের অদূরে বঙ্কিম হাঁসদার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। জঙ্গলমহলে তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছে। তাই এলাকায় সন্ত্রাস করে ভোটে জিততে চাইছে শাসকদল। এ ঘটনায় আমরা কোর্টে যাচ্ছি। আমরা সিবিআই তদন্তের আবেদন জানাব।'

প্রসঙ্গত, গত রবিবার ভোট প্রচারে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান বোরো থানার কেন্দডি গ্রামের ২০২ নম্বর বুথের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম হাঁসদা (৪৮)। সোমবার সকালে কেন্দডি থেকে ঝরিয়াডি গ্রামের একটি জোড় যাওয়ার পথে তার থেঁতলানো দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পরেই ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির নেতা কর্মীরা। বান্দোয়ানের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি কৃত্তিবাস মাহাতো জানান, বঙ্কিম হাঁসদা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করে আসছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই তাঁকে খুন করা হয়েছে।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তিন বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জঙ্গলমহলের বলরামপুর। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর দাবি, 'গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বলরামপুরে জগন্নাথ টুডু থেকে এবার বঙ্কিম হাঁসদা। এছাড়াও কিছুদিন আগে বাগমুন্ডিতে শিকারি সিং মুড়া নামের তরতাজা যুবককে পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এভাবে জঙ্গলমহলের আদিবাসীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। জঙ্গলমহলে তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলায় মাটি সরে যাওয়ার জন্যই সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে ওরা।'

তোলাবাজ কোম্পানি বলে তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধনা সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধনা করে তোলাবাজ কোম্পানি বলে কটাক্ষ করলেন মহম্মদ সেলিম। '১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসুর আমলে রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। জ্যোতি বসু বলেছিলেন, পঞ্চায়েত থেকেই সরকার চলবে, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে নয়। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর তিনি বলেন, লুট শুধু নবান্ন থেকে হবে না, সব পঞ্চায়েত থেকেই লুট হবে।' মঙ্গলবার কাঁকসায় বাম মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে এসে এমনটাই বললেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

তিনি বলেন, 'বাম জমানায় পঞ্চায়েতের কাজ ছিল মানুষের সুবিধা অসুবিধায় তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। আর বর্তমানে এখন নদী থেকে বালি খাদান বানিয়ে বালি তোলা চলছে। কয়লা খাদান থেকে কয়লা চুরি করা হচ্ছে। বীরভূমের পাথর খাদান থেকে পাথর তোলা হলে সেখানে অনুব্রতর নকল চালান বানানো হয়। তাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে তোলাবাজ কোম্পানি বলে আখ্যা দিয়েছে মানুষ। আর এই তোলাবাজি কায়েম রাখার জন্য তারা গুন্ডাগিরি করে বেরায়।' তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনকে তৃণমূল একটা যুদ্ধে পরিণত করেছে। বোমা বাঁধতে শুরু করেছে। সেই বোমার আঘাতে অনেকেই মারা গিয়েছে। অনেকেই আহত হয়েছে। রাজ্যে বকটুইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে বোমা, গুলি, বন্দুক উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু তারপরও বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা ফাটছে। মানুষের জন্যই ১৯৭৭ সালে ২১ জুন রাজ্যে বামেরা যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কিন্তু তৃণমূল করেনি।'

তাঁর সংযোজন, 'মোদি সরকার এসে পার্লামেন্ট তুলে দিয়েছে। সেখানে কোনও আলোচনা ছাড়াই বাজেট পাশ হয়। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য থেকে বিধানসভা, গ্রামসভা তুলে দিয়েছে। শুধু মাঝেমধ্যেই প্রশাসনিক বৈঠক করে সাধারণ মানুষের সামনে তামাশা করছেন।' তিনি বলেন, 'রাজ্যে শিক্ষা দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সেই দুর্নীতির তদন্ত করবে ইডি এবং সিবিআই।' কিন্তু রাজ্য পুলিশ তদন্তে ব্যর্থ কেন সেই প্রশ্নই তুলেছেন তিনি। রাজ্য পুলিশকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'পুলিশের কাজ হল গুন্ডাকে কন্ট্রোল করা। কিন্তু ডিজি বলছে আমি মমতার দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছি। মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে। পুলিশের ডিজিও এবার বুঝুক ভোট লুট করতে পারবে না। শরমকে মারে চুল্লু ভর পানি মে ডুব কে মরনা চাহিয়া থা।' তিনি আরও বলেন, 'স্কুলে মাস্টার যদি ঠিকমতো পড়ায়, তবে গৃহশিক্ষকের কোনও প্রয়োজন পড়ে না।' আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সেলিম মঙ্গলবার বাম মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে কাঁকসার মাস্টারপাড়া সংলগ্ন জাতীয় সড়কের আন্ডারপাস পদযাত্রা শুরু হয়ে হাটতলা রথতলা ঘুরে পানাগড় বাজার হয়ে রনডিহা মোড়ে শেষ হয়। সেখানে মিছিল শেষে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দাঁতের ব্যথা নিয়ে মালদা মেডিক্যালে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চায়েতের নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথেই আচমকা দাঁতের ব্যথায় কাতর রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য ছুটে গেলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ আচমকার মন্ত্রীকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে দেখে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রী চিকিৎসা করাতে এসেছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে মন্ত্রীর চিকিৎসা। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর দক্ষিণ দিনাজপুরের দিকে কনভয় নিয়ে রওনা দেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

উল্লেখ্য, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হাওড়া থেকে বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে মালদায় পৌঁছন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত বসু। হঠাৎই তিনি বাঁ দিকের চোয়ালের দাঁতে ব্যথা অনুভব করেন। এরপরই তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে প্রথমে না গিয়েই চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানেই মন্ত্রী চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হন।

মন্ত্রীর ব্রাত্য বসু বলেন, 'ফরাক্কা পার হওয়ার পর থেকেই দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। মালদায় ট্রেন পৌঁছতেই সরাসরি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাই। সেখানে চিকিৎসা করিয়ে ব্যথা অনেকটাই কমে গিয়েছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে, এটা দেখে খুব ভালো লাগলো। সাধারণ রোগীদের মতো আমিও এদিন মেডিক্যাল কলেজে এসে চিকিৎসা করিয়েছি।'

এদিকে মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত রোগীর আত্মীয়দের বক্তব্য, নার্সিংহোমের ওপর নির্ভর না করে রাজ্যের একজন মন্ত্রী চিকিৎসা করাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজে এসেছেন, এটা দেখে খুবই ভালো লেগেছে। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে আধুনিকীকরণ হয়েছে এবং উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, তা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এদিন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাপার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দাঁতের ব্যথা নিয়ে মন্ত্রী এসেছিলেন। তাকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। আপাতত তাঁর দাঁতের ব্যথা কমে যাওয়ায় তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরে চলে যান।

বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার এক। ধৃতের নাম রবিন মণ্ডল (২৭)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বসিরহাটের হারোয়ার শালিপুর গ্রামে পঞ্চায়েতের পালিত পাড়ায় একটি বাগানে বিস্ফোরণে নিহত হন পার্শ্ববর্তী সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচিয়া মোড়ের বাসিন্দা বছর ৫০-এর পরিতোষ মণ্ডল। তারপর পুলিশ তদন্ত নেমে জানতে পারে এই বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ২৭ বছরের রবিন। তার বাড়িও ওই এলাকায়। এই বিস্ফোরণে নারায়ণ পালিত নামে আরও এক ব্যক্তি আহত হয়েছিলেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্য দিকে, ৫০ বছরের পরিতোষ মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাপ্পা মিত্রের নেতৃত্বে মঙ্গলবার ভোররাতে শালিপুর গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্তকে। ধৃতকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বোমা বিস্ফোরণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরে কোনও ধারালো অস্ত্রের ক্ষত পাওয়া যায়নি। তবে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি খুনের মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আরামবাগে এক পরিবারে তিনটি ভিন্ন দলের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার একই পরিবারে তিন সদস্য ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি প্রার্থী একই বাড়ির একই পরিবারের সদস্য। আর এতেই রাজনীতিক উত্তাপ বেড়েছে আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালুকা এলাকায়। এখানে তৃণমূল দলের প্রার্থী সুফল চানক, আর তাঁর ছেলে প্রফুল্ল চানক ভোটে লড়ছেন বিজেপির হয়ে, ভাই সুকুমার চানক লড়ছেন সিপিএমের হয়ে।

কিন্তু রাজনৈতিক লড়াই থাকলেও, তার প্রভাব পড়েনি পরিবারের মধ্যে। তৃণমূল প্রার্থী সুফল চানক উন্নয়নকে হাতিয়ার করে তৃণমূল দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছেন। আর ছেলে প্রফুল্ল চানক বিজেপির হয়ে নিজের মতো করে দলের হয়ে ভোট প্রচার সারছেন। ভাই সুকুমার চানকও রাজনৈতিক লড়াইতে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। তিনিও সিপিএমের হয়ে প্রচার করছেন জোরকদমে। তবে প্রচার শেষে বাড়ি ফিরে আবার একসঙ্গেই থাকা খাওয়া সবই আনন্দের সঙ্গে চলছে ও রাজনৈতিক লড়াই থাকলেও কোনও পারিবারিক লড়াই নেই বলেই দাবি তাঁদের।

বিজেপি প্রার্থী প্রফুল্ল চানক জানান, যার যে দল পছন্দ, সে সেই দল করবে এটা স্বাভাবিক। লড়াইটা রাজনৈতিক পারিবারিক নয়। তাই ভোটের প্রভাব

পরিবারের মধ্যে পড়ে না। এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুফল চানক জানান, তিনি সরকারের উন্নয়নকে সামনে রেখেই মানুষের কাছে যাচ্ছেন ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। ভাই আর ছেলে আলাদা দলে দাঁড়িয়েছেন, সেটা তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। অপরদিকে, সুকুমার চানক জানান, তিনি দীর্ঘ দিন ধরেই সিপিএম করেন। দাদা আর ভাইপোর সঙ্গে রাজনৈতিক মতোপার্থক্য থাকলেও পরিবারে এর কোনও প্রভাব নেই।

টাকা দিয়ে প্রার্থী করার অভিযোগ, বনগাঁয় কোন্দল পদ্ম শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিজেপির বনগাঁ জেলার সভাপতি এবং জেলা কনভেনারের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে প্রার্থী করার অভিযোগ তুললেন মণ্ডল সভাপতি ও মণ্ডল কনভেনার। তৃণমূলকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য টাকার বিনিময়ে বিজেপিতে প্রার্থী করা হয়েছে! জেলা সভাপতি ও জেলা কনভেনারের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বাগদা মণ্ডল ১ এর মণ্ডল সভাপতি সুজয়কুমার বিশ্বাস ও গাইঘাটা পশ্চিম মণ্ডল ১ এর কনভেনার শুভঙ্কর সেন। দলের এই দুর্নীতি মানতে না পেরে জেলা সভাপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন শুভঙ্কর।

তাঁর দাবি জেলা নির্বাচনী কনভেনার রাজকুমার মিত্র মণ্ডল কনভেনারদের অন্ধকারে রেখে লেনদেনের বিনিময়ে অনেকে প্রার্থী করেছেন। অন্য দিকে সুজয়ের দাবি, তৃণমূলকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য টাকার বিনিময়ে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা লোকেদের প্রার্থী করেছেন জেলা সভাপতি রাম পদদাস। যা তারা মানতে পারছেন না। দলকে বার বার জানিয়েও কোন লাভ হয়নি বলে জানান সুজয়। সুজয়ের সুরের সুর মিলিয়েছেন, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী বিরোধী দলনেত্রী ইন্দ্রিরা দাস ও রাণাঘাট পঞ্চায়েতের বিদায়ী দলনেত্রী রিম্পা ঘোষ। দল বাঁচাতে তাঁরা নরেন্দ্র মোদীর ছবি সঙ্গে নিয়ে নির্দলে দাড়িয়েছেন দাবি তাঁদের। মোদির ছবিকে সামনে রেখে বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বলে তারা প্রচার করছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন জেলা সভাপতি রাম পদ দাস। তিনি বলেন, 'আমাদের জেলায় বর্তমানে কোন মণ্ডল সভাপতি নেই। তার আরও দাবি, জেলার থেকে কোনও নাম করা হয়নি। নিচুতলা থেকে যে নাম এসেছে সেই অনুযায়ী প্রার্থী করা হয়েছে। টাকা নেওয়ার যে অভিযোগ করছে সেটা সর্বৈব মিথ্যা। অন্য কোনও উদ্দেশ্য থেকে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'যারা বিজেপি সমর্থিত নির্দল বলে প্রচার করছেন তাদের বিরুদ্ধে দলীয় ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'সকলে জানে বিজেপির নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। দলে প্রার্থী হতে গেলে ওদের টাকা দিয়ে হতে হয়। এটাতো নতুনত্ব কিছু না। সম্পূর্ণ দলটাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। বনগাঁ জেলায় ওদের পায়ের নীচে মাটি নেই।'

কেশপুরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কেশপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ! পশ্চিম কেশপুরে শাকপুর এলাকায় ব্লক যুব সভাপতি আসিফ ইকবালের অনুগামীদের সঙ্গে ব্লক সভাপতি প্রদ্যোৎ পাঁজার অনুগামীদের সংঘর্ষ বাধে। দু'পক্ষের মারামারিতে মোট সাত জন জখম হন। তিন জনের হাত পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার রাতেই এদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার বিকেলের পর শাকপুরের একটি দোকানে যুব তৃণমূল সভাপতি আসিফ ইকবালের অনুগামীরা বসে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় তাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করেন ব্লক সভাপতিপ্রদ্যোৎ পাঁজার অনুগামীরা। এরপরেই বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। শুরু হয় হাতাহাতি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পাঁচ দিন আগের এই সংঘর্ষের ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর এই সংঘর্ষের ঘটনা খতিয়ে দেখে দলগতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। জানা গিয়েছে, শাকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি বুথের মধ্যে ১৩টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। বাকি যে দু'টি বুথে ভোট হবে সেগুলিতেও তৃণমূলের জয় সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিরোধীরা বলছেন, ঐতিহ্য অনুযায়ী গোষ্ঠী সংঘর্ষে মারামারি ও রক্তারক্তি না হলে কেশপুরে ভোট যেন হতেই চায় না। তার ওপর দলটার নাম যখন তৃণমূল।

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে ছাপ্পার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: 'তৃণমূল পার্টি থেকে বলেছে, তাই ভোট দিতে এসেছি।' পোস্টাল ব্যালট দিতে এসে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি এক ব্যক্তির। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পোস্টাল ব্যালটে কারচুপির অভিযোগ উঠল বারাসাত ব্লক ১-এ। প্রসঙ্গত ভোটের দিন যে সরকারি কর্মীরা কাজ করবেন, পাশাপাশি গাড়ি চালক, ভিডিওগ্রাফার, খালাসিরা তাঁরা পোস্টের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেন। সেই পোস্টাল ব্যালটেই কারচুপির অভিযোগ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ব্লকে পোস্টাল ব্যালট নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। তখনই দেখা যায় যে অনেক মানুষ আসছেন যারা ইলেকশন কমিশনের কোনও স্লিপ ছাড়াই ভোটার কার্ড নিয়ে এসে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ২৭ নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী সিপিএমের হাবিব আলি জানতে পেরে এরকম তিন চার জনকে আটকে দেন। তাঁরা বলছেন, পাড়া থেকে তাঁদেরকে ভোট দিতে পাঠিয়েছে। যদিও ব্লক ১-এর বিডিও সৌগত পাত্র জানিয়েছেন এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। গাড়ি চালকদের ক্ষেত্রে ভোটার বা আইডেন্টিটি কার্ডের পাশাপাশি গাড়ির মালিকের অথরাইজ লেটার দরকার হচ্ছে। যাঁরা সেটা নিয়ে আসছেন তাঁরাই ভোট দিচ্ছেন। অনেক সময় ড্রাইভার বা খালাসি এক্সচেঞ্জ হলে নতুন কাগজ তৈরি করতে হয়।

বিজেপি প্রার্থীর ফ্লেক্স ছেঁড়া নিয়ে উত্তেজনা, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন,আর হাতে মাএ চারটে দিন বাকি,আর তার আগে নদিয়ার কৃষ্ণনগর ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন কালিপুর এলাকার অন্তর্গত ১৮০ নাম্বার বুথে সোমবার রাতের অন্ধকারে বিজেপির ফ্লেক্স, ব্যানার, ফেস্টুন এবং এমনকী বিজেপির ফ্ল্যাগ ছিড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে, তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে, সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া মাএই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ভাতজাংলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৮০ নাম্বার ওয়ার্ডের বিজেপির বেশ কিছু কর্মী সমর্থকেরা, খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়, আজ সকাল হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ প্রশাসন, আজ ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন আসলে কৃষ্ণনগর বাদকুল্লা মোড়ে বেশ কিছুক্ষনের জন্যে পথ অবরোধ করে বিজেপির বেশ কিছু কর্মী সমর্থকেরা, এরপরে বেশ কিছুক্ষন যানজটের সৃষ্টি হয় কৃষ্ণনগর বাদকুল্লা মোড়ে, যানজট সামাল দেওয়ার জন্যে ঘটনাস্থলে আসে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ প্রশাসন।

মমতার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামেই ভোটভিক্ষা প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন, তাই ডান-বাম সব শিবির লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছে। সব শিবিরই প্রচার চালাতে মরিয়া, কেউ যেন কাউকে এক চুল জায়গা ছাড়তে নারাজ। এদিন বাঁকুড়া জেলার ৪৭ জেলা পরিষদের প্রার্থী সঙ্গীতা মালিককে প্রচার সারতে দেখা গেল। এদিন বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের শিহর অঞ্চলে প্রচার করতে দেখা গেল জেলা পরিষদের প্রার্থী এই তৃণমূল নেত্রীকে। মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে সামনে রেখেই ভোট চাইছেন তাঁরা। মানুষের সাড়া যথেষ্টই মিলছে বলে জানান তাঁরা, আসন্ন ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় ১০০ ভাগ নিশ্চিত বলেই আশাবাদী তাঁরা। এখন শুধু দেখার বিষয় এটাই যে জনতার রায় কোন দিকে যায়।

কোন্নগরে বিজেপি ও বামেদের হোর্ডিং, ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: হুগলি জেলার কোন্নগরে বিজেপি ও বামেদের হোর্ডিং, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল কানাইপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অভিযোগ, কোন্নগরের কানাইপুরের ১৫ নম্বর বুথে রাতের অন্ধকারে বিজেপি ও সিপিএমের হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলে এক যুবক। বিজেপির দাবি, অভিযুক্তকে হোর্ডিং, ব্যানার ছেঁড়ার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। ওই যুবক স্বীকার করেন, তৃণমূলের কথায় এই কাজ করেছেন তিনি। এই ঘটনা লিখিতভাবে জানানো হয়েছে পুলিশকে। এই বিষয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী বিধান মণ্ডল বলেন, 'আমাদের প্রার্থীর সমর্থনে ব্যানার টাঙানো ছিল। সেই ব্যানার ভোররাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। খবর পেয়ে আমরা এসে দেখি সিপিএম ও বিজেপি-র ব্যানার রাস্তায় পড়ে রয়েছে। শাসকদলের কোনও ব্যানার ছেঁড়া হয়নি। অন্য কেউ করলে তাহলে শাসকদলের ব্যানারও ছেঁড়া হত।' তাঁর দাবি, 'সুষ্ঠু পরিবেশে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভোট হোক। মানুষ যাঁকে পছন্দ করবে তাঁকে ভোট দেবেন। এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই'। অন্যদিকে তৃণমূলের এক নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী দীপ্তি ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদেরও বহু পোস্টার হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। তবে কে বা কারা করেছে জানি না। আর সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। আমরা যেভাবে মানুষের পাশে আছি কাজ করছি, তাতে তৃণমূলের এই কাজ করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে বিজেপি-র পায়ের তলে মাটি সরে গিয়েছে। তাই তাঁরা এই কাজ করতে পারে। এগুলি আসলে কিছুই না, সস্তার প্রচার পাওয়ার কাজ।'

প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ উদ্ধার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ উদ্ধার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। এই অভিযানে মহম্মদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপারা থানার অন্তর্গত লাড়ুখোয়া এলাকায় মহম্মদ আলম নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে যৌথভাবে অভিযান চালায় এসটিএফ (শিলিগুড়ি) ও গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় মহঃ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযান চালিয়ে ৫টি ৭এমএম পিস্তল, ৩টি পাইপগান ১৮০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে কি কারনে এত পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ রাখা হয়েছিল, কোথা থেকে এত পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে সমস্তটা খতিয়ে দেখছে এসটিএফের তদন্তকারী অফিসারেরা। বুধবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এর সাথে আর কে কে জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখার

কারনে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হবে বলে জানান এসটিএফের ডিএসপি সুদীপ ভট্টাচার্য। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের প্রস্তুতির অভিযোগ করেছে।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত ও বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস চালানোর উদ্দেশ্যেই এই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা হয়েছিলো।

তৃণমূল কর্মীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ বহিষ্কৃতদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: পুরনো আক্রোশের জেরে এক তৃণমূল কর্মীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল বহিষ্কৃত তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে সোমবার সন্ধ্যায় উত্তেজনা ছড়ায় বুদবুদের দেবশালা এলাকায়। গুরুতর আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম আজম মোল্লা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে পুলিশ বুদবুদের কলমডাঙা এলাকা থেকে উদ্ধার করে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীকে হাসপাতালে দেখতে এসে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি সেকেন্দর শেখ জানান, বুদবুদের আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের দেবশালায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে একটি মিছিল চলছিল। সেই মিছিলের পেছনে ছিলেন আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী আজম মোল্লা। মিছিলের পেছন থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বুদবুদের কলমডাঙা এলাকায় বেধড়ক মারধর করা হয়। যারা মারধর করেছে তারা একসময় তৃণমূল করত। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আজম মোল্লা জানিয়েছেন, চঞ্চল বক্সির খুনের তদন্তে পুলিশকে সহযোগিতা করেছিলেন তার পাশাপাশি বর্তমানে এলাকায় দেবশালা অঞ্চলে অঞ্চল সভাপতি না থাকায় তাঁকেই সব কাজ করতে হয়, সেটাই দুষ্কৃতীদের সহ্য হচ্ছে না। পুরানো আক্রোশ মেটাতেই তাঁকে মিছিল থেকে অপহরণ করে কলমডাঙায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। গোটা ঘটনা এক পুলিশের সামনেই হয়। তাই পুলিশের তৎপরতায় তিনি প্রাণে বেচেঁছেন।

দু'মাস পর ছন্দে ফিরছে মণিপুর আজ থেকে খুলছে স্কুল

ইম্ফল, ৪ জুলাই: দু'মাস পর স্কুল খুলছে মণিপুরে। আগামী ৫ জুলাই থেকে স্কুল খোলার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। সোমবার তিনি জানান, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা ৫ তারিখ থেকে স্কুলে যেতে পারবে। মণিপুরে অশান্তির জেরে মে মাস থেকে স্কুল বন্ধ ছিল।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে বুধবার থেকে স্কুল খোলার কথা ঘোষণা করেছেন বীরেন। তবে মণিপুরে এর আগেও স্কুল খোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রশাসনের তরফে স্কুল খোলার দিন ঘোষণা করার পরেও নির্ধারিত দিনে পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে পারেনি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দিন পিছিয়ে দিতে হয়। তবে বীরেন সোমবার জানিয়েছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের কৃষকদের নিরাপত্তার জন্য বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। পাহাড় এবং উপত্যকা এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক হচ্ছে। সোমবারই মণিপুরের এনএইচ-২ বা ইম্ফল-ডিমাপুর জাতীয় সড়ক থেকে দু'মাসব্যাপী অবরোধ তুলে নিয়েছিল কুকিরা। তারা জানিয়েছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুরে শান্তি স্থাপনের আর্জি জানানোর পর অবরোধ তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে জাতীয় সড়কে আবার স্বাভাবিক হয়েছে যান চলাচল।

ভাঙতে পারে নীতীশ কুমারের দলও বিস্ফোরক দাবি সুশীল মোদির

পাটনা, ৪ জুলাই: মহারাষ্ট্রের পর এবার বিজেপির নজরে বিহার। এনসিপির মতোই আড়াআড়িভাবে ভাঙতে পারে নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ। এমনটাই দাবি বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদির। তিনি বলছেন, জেডিইউয়ের আড়াআড়িভাবে ভাঙাটা সময়ের অপেক্ষা।

বস্তুত, নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার পর থেকেই তাঁর দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে গেরুয়া শিবির। এমনকী, আরসিপি সিংয়ের মতো প্রথম সারির জেডিইউ নেতাকে দলে টেনেও নিয়েছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু দলে ভাঙনের আশঙ্কা উপেক্ষা করেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী দেশব্যাপী বিরোধী ঐক্যের সূত্রধর হওয়ার চেষ্টা করছেন। যে কারণে আরও মরিয়া বিজেপি। সদ্য মহারাষ্ট্রে এনসিপিতে ভাঙনের পর সেই মডেলেই নীতীশের দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে সে কথা মেনেও নিচ্ছেন।

খোদ বিহার বিজেপির অন্যতম মুখ সুশীল মোদি বলছেন, 'নীতীশ কুমারের দল যে কোনও দিন ভেঙে যেতে পারে। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগামী কয়েকদিনে সবকিছুই হওয়া সম্ভব।' বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'গত লোকসভা নির্বাচনে জেডিইউ ১৭টি আসন পেয়েছিল। এবার যা পরিস্থিতি তাতে ওরা ৮-১০টার বেশি আসন পাবে না। সবাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। জেডিইউয়ের অন্দরে এখন আতঙ্কের আবহ।'

বস্তুত দলে যে ভাঙন ধরতে পারে, সেই আশঙ্কা নীতীশও যে করছেন না, তা নয়। মহারাষ্ট্রে এনসিপিতে ভাঙনের পরই নিজের দলের প্রত্যেক বিধায়ক, সাংসদকে ডেকে আলাদা করে বৈঠক করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। সুশীল মোদি বলছেন, ভয় পেয়েই এই ধরনের পদক্ষেপ করছেন নীতীশ।

বিজেপির সভাপতি বদল চার রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবারই চার রাজ্যের নয়া বিজেপি সভাপতি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তাঁদের মধ্যে তিন জনই গত কয়েক বছরে অন্য দল থেকে আসা নেতা!

পঞ্জাব বিজেপির নয়া সভাপতি হিসেবে সুনীল ঝাখরের নাম ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার। গত বছর মে মাসে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন লোকসভার প্রয়াত প্রাক্তন স্পিকার বলরাম ঝাখরের ছেলে সুনীল। পঞ্জাব কংগ্রেস রাজনীতিতে অমরিন্দর সিংয়ের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত সুনীল চার দশকেরও বেশি কংগ্রেস রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পাশাপাশি, সে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলেন তিনি।

ঝাড়খণ্ড বিজেপির নয়া সভাপতি বাবুলাল মরান্ডি ২০০০-০২ সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৬ সালে বিজেপি ছেড়ে নয়া দল ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা (জেভিএম) গড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তিনি। অন্ধ্রপ্রদেশের নয়া বিজেপি সভানেত্রী হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রী তথা মনমোহন সিংয়ের মন্ত্রিসভার সদস্য ডি পুরন্দেশ্বরী। তাঁর বাবা প্রয়াত এনটি রামা রাও ছিলেন অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) প্রতিষ্ঠাতা।

কানাডায় ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ খলিস্তানিদের

'কিল ইন্ডিয়া' পোস্টার, রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া বার্তা ভারতের

টরেন্টো, ৪ জুলাই: কানাডায় লাগাতার ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালাচ্ছে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে নয়াদিল্লিকে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ৮ জুলাই খলিস্তানিদের 'খলিস্তানি ফ্রিডম র‍্যালি' ঘিরে। তাদের পোস্টারে লেখা 'কিল ইন্ডিয়া'। এবার ভারতে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত ক্যামেরন ম্যাক্কাওভকে ডেকে পাঠিয়ে কড়া বার্তা দিল মোদি সরকার।

খলিস্তানির হুমকিতে উদ্বিগ্ন কানাডার ওট্টাওয়া ও টরন্টোর ভারতীয় কূটনীতিকরা। কানাডা প্রশাসন অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের পোস্টার একেবারেই মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জলি জানিয়েছেন, 'ভারতীয় কূটনীতিবিদদের সুরক্ষার বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। ৮ জুলাইয়ের মিছিল ঘিরে যে ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে সেদিকে চোখ রেখেই কানাডা সমস্ত ভারতীয় কূটনীতিবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছে।'

গত ফেব্রুয়ারিতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, কানাডায় ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে খলিস্তানপন্থীরা। এই বিষয়ে সেদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালানো হচ্ছে। সেই সঙ্গেই জানানো হয়েছিল, দুই সরকারই মনে করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে সার্বভৌমত্ব, একতা ও ভৌগলিক অখণ্ডতাকে সম্মান জানানো উচিত। কিন্তু খলিস্তানি কার্যকলাপ যেভাবে সেখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে তাতে ভারত সরকারের মাথাব্যথা বাড়ছে।

৮ জুলাইয়ের মিছিলকে ঘিরে সেই আতঙ্ক যেন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ওই দিন টরন্টো, ভ্যাঙ্কুভারের মতো শহরগুলিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে খলিস্তানিদের। গত কয়েক মাস ধরেই যেভাবে খলিস্তানি তাণ্ডব মাথাচাড়া দিয়েছে, তাতে আতঙ্ক বেড়েই চলেছে। আর তাই এবার কানাডাকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে আরজি জানাল নয়াদিল্লি।

মোদি পদবি মামলায় স্বস্তি পেলেন রাহুল গান্ধি করা যাবে না কড়া পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: মোদি পদবি মামলায় ঝাড়খণ্ড আদালতে স্বস্তি পেলেন রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার শুনানির পরে আদালত জানিয়েছে, এখনই কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। আগামী শুনানি পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে। প্রসঙ্গত, কর্নাটকের একটি সভায় মোদি পদবির অবমাননা করেছেন রাহুল গান্ধি, এই মর্মে অভিযোগ দায়ের হয় ঝাড়খণ্ড আদালতে। আপাতত এই মামলায় স্বস্তি পেয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ।

মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট জানিয়েছে, 'রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না। আগামী ১৬ অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।' আগামী শুনানি পর্যন্ত আপাতত স্বস্তিতে থাকবেন রাহুল গান্ধি। যদিও দেশের একাধিক আদালতে মোদি পদবি নিয়ে রাহুলের বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। আদালতের নির্দেশেই খারিজ হয়েছে তাঁর সাংসদ পদ।

জানা গিয়েছে, প্রদীপ মোদি নামে রাঁচির এক আইনজীবী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ২০ কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করে তাঁর অভিযোগ, মোদি পদবি থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপমান করেছেন কংগ্রেস নেতা। এই মামলায় রাহুল গান্ধি আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁকে যেন সশরীরে হাজিরা দিতে না হয়। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেয় এমপি-এমএলএ আদালত। তবে এবার আদালতের রায়ে স্বস্তি রাহুলের। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে কর্নাটকের কোলারে মোদি পদবি নিয়ে মন্তব্য করায় রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানি মামলা দায়ের হয়। গত ২৩ মার্চ সুরাতের ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ওই মানহানি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে কংগ্রেস নেতাকে। তাঁকে দু' বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার সাজা দেওয়া হয়। পরদিনই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেন। এর জেরে দিল্লির সাংসদ বাংলোও ছেড়েছেন রাহুল।

ইডি দপ্তরে এবার হাজিরা অনিল আম্বানির স্ত্রী'র

মুম্বই, ৪ জুলাই: বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (ফেমা) লঙ্ঘনের মামলায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন রিলায়্যান্স এডিএ গ্রুপের কর্ণধার অনিল আম্বানির স্ত্রী তথা প্রাক্তন অভিনেত্রী টিনা আম্বানি। মঙ্গলবার দক্ষিণ মুম্বইয়ের ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবারই ইডির কাছে হাজিরা দিয়েছিলেন টিনার স্বামী। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা অনিলের বয়ান রেকর্ড করেন। তার পর মঙ্গলবার টিনাকেও ইডি দপ্তরে দেখা গেল। ইডি সূত্রে খবর, অনিলের সংস্থার কিছু বিনিয়োগ এবং বিদেশে গচ্ছিত কিছু গোপন সম্পদ সংক্রান্ত নতুন একটি মামলায় টিনা হাজিরা দিয়েছেন। গত বছরের অগস্ট মাসে আয়কর বিভাগ কালো টাকা বিরোধী আইনে অনিলকে নোটিস পাঠিয়েছিল। সুইস ব্যাংকের দু'টি অ্যাকাউন্টে অঘোষিত ৮১৪ কোটি টাকা রাখার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। আয়কর দপ্তর নোটিসে অনিলের বিরুদ্ধে ৪২০ কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ এনেছিল। সেই সঙ্গে জরিমানাও করা হয় অনিলকে। যদিও গত মার্চে বম্বে হাইকোর্ট অনিলকে পাঠানো নোটিস এবং জরিমানার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

উদ্বোধনের আগেই অজিতের নতুন কার্যালয়ে তালা

মুম্বই, ৪ জুলাই: যত সময় গড়াচ্ছে, ততই এনসিপিতে বিদ্রোহ নাটকীয় মোড় নিচ্ছে। দলের রাশ কার হাতে থাকবে, এই নিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে কাকা এবং ভাইপোর মধ্যে। এই আবহে দলের নতুন কার্যালয় উদ্বোধনের আগে বিড়ম্বনায় পড়লেন অজিত অনুগামীরা। মঙ্গলবার উদ্বোধন উপলক্ষে নতুন কার্যালয়ে পৌঁছন তাঁরা। কিন্তু দেখেন অফিস তালাবন্ধ। শুধু তাই নয়, পার্টি অফিসের চাবিও পাওয়া যাচ্ছে না।

কাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পর গত রবিবার দলের আট বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজভবনে গিয়েছিলেন অজিত পাওয়ার। তার পর একনাথ শিন্ডে-বিজেপি সরকারের সঙ্গে হাত মেলান তিনি। রাজ্যের নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করেন পওয়ার-ভাইপো। সেই নিয়ে এনসিপির অন্দরে 'গৃহযুদ্ধ' শুরু হয়েছে। সোমবার অজিত অনুগামীদের বিরুদ্ধে শরদের পদক্ষেপের পর সেই দ্বন্দ্ব আরও চরমে পৌঁছেছে। এমন আবহে মঙ্গলবার দলের নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধন করার কথা অজিতের। কিন্তু তার আগে নতুন মোড়।

এনডিটিভি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে সে রাজ্যের সচিবালয়ের কাছে নতুন পার্টি অফিসে যান অজিত অনুগামীরা। ওই পার্টি অফিসই উদ্বোধন করার কথা অজিতের। নতুন পার্টি অফিসে গিয়ে অজিত অনুগামীরা দেখেন যে, সেটি তালাবন্ধ। তার পর অফিস খোলার উদ্যোগ শুরু হয়। খোঁজ পড়ে চাবির। কিন্তু সেই চাবিও পাওয়া যায়নি বলে দাবি। এই পরিস্থিতিতে নতুন পার্টি অফিসের বাইরেই চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন অজিত অনুগামী নেতারা। একটা সময় পর পার্টি অফিসের তালা ভাঙার চেষ্টা করেন দলের যুব নেতারা। সেই মতো তালাও ভাঙেন। কিন্তু অফিসের মধ্যে ঢুকে নতুন করে বিপাকে পড়েন তাঁরা।

পরিজন হারিয়ে রাশিয়ায় আটকে রয়েছে ৭ লক্ষ ইউক্রেনীয় শিশু

মস্কো, ৪ জুলাই: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিপন্ন শৈশব। পরিবার পরিজন হারিয়ে ঘরছাড়া ইউক্রেনের লক্ষ লক্ষ শিশু। দুই দেশের লড়াইয়ে অনিশ্চিত এই শিশুদের ভবিষ্যৎ। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রাশিয়ায় রয়েছে সাত লক্ষ ইউক্রেনীয় শিশু। এই তথ্য দিয়েছেন রুশ পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক কমিটির প্রধান গ্রিগরি কারাসিন।

২০২২ সালে শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আক্রমণ পালটা আক্রমণে ক্রমশ বাড়ছে লড়াইয়ের ঝাঁজ। এই সংঘাতে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নিষ্পাপ শিশুরা। বাবা-মাকে হারিয়ে অনেকেই আজ অনাথ। অভিযোগ, যুদ্ধের শুরুর দিকে হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায় রাশিয়া। এই প্রেক্ষাপটে গ্রিগরি কারাসিন টেলিগ্রাফে জানিয়েছেন, 'সাম্প্রতিক বছরে ইউক্রেনের ৭ লক্ষ শিশুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে রাশিয়াতে।' মস্কোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অনাথ ও অন্যান্য শিশুদের শৈশব যাতে বিপন্ন না হয় তাই রাশিয়ার এই উদ্যোগ। সংঘাতের আবহে ইউক্রেনের এই শিশুদের ভবিষ্যৎ যাতে কোনওভাবেই নষ্ট না হয় সেটাই তাদের লক্ষ্য।

এদিকে, রাশিয়ার এই দাবিকে কেন্দ্র করে বিতর্কও তৈরি হয়েছে বিস্তর। ইউক্রেন অভিযোগ করেছে, বহু শিশুকেই বেআইনিভাবে সে দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সুর চড়িয়েছে আমেরিকাও। তারাও অভিযোগ করেছে, হাজার হাজার শিশুকে জোর করে ঘরছাড়া করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরু করে রাশিয়া। লড়াইয়ের শুরুর দিকেই কৃষ্ণসাগরের বন্দর শহর খেরসন দখল করে নিয়েছিল রুশ ফৌজ। তারপর শহরটি ফের দখল করতে লড়াই শুরু করে জেলেনস্কি বাহিনী। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, রাশিয়ার হাত থেকে কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্নেক আইল্যান্ড উদ্ধার করে ইউক্রেন সেনা। তারপর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক মাস। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাখমুট শহর দখল করেছে রাশিয়া। তবে হারানো জমি উদ্ধারে গত মাসেই 'কাউন্টার অফেন্সিভ' বা পালটা হামলা শুরু করেছে জেলেনস্কি বাহিনী।

অনুব্রত মণ্ডলের মামলার এজলাস বদলের আরজি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: স্বচ্ছ রায় দিচ্ছেন না বিচারক। এই অভিযোগে বিচারক রঘুবীর সিংয়ের এজলাস থেকে অনুব্রত মণ্ডলের মামলা সরানোর আরজি তাঁর আইনজীবী। তাঁরা কথায়, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন বিচারক। অনুব্রত মণ্ডলের মামলার এজলাস পরিবর্তনের জন্য আগেই আবেদন করেছিলেন আইনজীবী সম্পৃক্তা ঘোষাল। মঙ্গলবার রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে অরুণ ভরদ্বাজের বেঞ্চে সেই আবেদনের শুনানি ছিল। এদিন সেখানে অনুব্রত মণ্ডল, সুকন্যা মণ্ডল, সায়গল হোসেনের আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এজলাস বদল চান কি না, তা জানতে চাওয়া হয় আদালতের তরফে। এরপরই ১৪ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৯ তারিখ এজলাস বদলের আবেদনের রায় দেবে আদালত। এজলাস বদলের আবেদন প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী বলেন, 'উনি এমন কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য করছেন যা করা উচিত নয়।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The following E-Tender are invited by the Chairman, Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the website https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No:-726, Dt.04/07/2023 for Cleaning rubbish, sludge, weeds scum, liquid earth, mud etc. from road side masonary open drain Nikashi etc. at various wards under Kanchrapara Municipality. Tender ID:2023_MAD_545500_1. Last Date of Bid Submission 21/07/2023 up to17.00 Pm.

S/D Kamal Adhikary, Chairman, Kanchrapara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৭৪-৮১-২৩, তারিখ : ০৩.০৭.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত এফওবি, টিবিআর এবং আরইউবি কাজের জন্য ৪টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং., কাজের বিবরণ : (১) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি- আদ্রা-৭৪-২৩,** (১) আদ্রা ও বোকারোতে ২০ শয্যার লেডিজ ব্যারাক, বিষ্ণুপুরে ২০ শয্যার, চন্দ্রকোণা রোড এবং সোনামুখীতে ১০ শয্যার (মোট ৮০টি)। (২) বাঁকুড়াতে লেডিজ আরপিএফ ব্যারাকে লেডিজ রিক্রিয়েশন রুমের ব্যবস্থা। **(২) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৭৫-২৩,** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ১০টি সেকশনাল এসএসই/জেই পি.ওয়ে অফিস কাম গ্যাং রেস্ট রুম নির্মাণ। **(৩) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৭৬-২৩,** আদ্রা ডিভিসনে এসএলবি (শালবোনি) স্টেশনে উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধার উদ্দেশ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনেব ডন্নযন কাজ। **(৪) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৭৭-২৩,** আদ্রা ডিভিসনে ভিএসইউ (বিষ্ণুপুর) স্টেশনে উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধার উদ্দেশ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনের উন্নয়ন কাজ। **(৫) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৭৮-২৩,** আদ্রা ডিভিসনে সিডিজিআর (চন্দ্রকোণা রোড) স্টেশনে উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধার উদ্দেশ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনের উন্নয়ন কাজ। **(৬) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৭৯-২৩,** আদ্রা ডিভিসনে জিবিএ (গড়বেতা স্টেশনে উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধার উদ্দেশ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনের উন্নয়ন কাজ। **(৭) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৮০-২৩,** আদ্রা ডিভিসনে বিকিউএ (বাঁকুড়া) স্টেশনে উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধার উদ্দেশ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনের উন্নয়ন কাজ। **(৮) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আদ্রা-৮১-২৩,** আদ্রা ডিভিসনে ভোজুডিহ স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজের অবশিষ্ট কাজের নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য :** ৫,৬৫,৯৩,৮৩৩.২৪ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৩,৭৫,৪৩,৪৫২.৪২ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৪,৩১,৪২,৭১২.৯৯ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৭,৯২,৬৩,২২৫.১০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ৪,২৭,৯৩,৯৩৪.৬৭ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ৪,১৫,০৯,৯৯৫.৭৮ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য), ৮,৬১,২৪,৯৪১.৮৭ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য) ও ৩,৩১,৫৪,১৭০.৭০ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য)। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৭.০৭.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। (PR-359)

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e-tender vide memo no. **WBMAD/ CM/PWD/NIT-4/ POLR3/23-24 & WBMAD/ CM/PWD/NIT-5/HCKS/23-24,Tender Id:- 2023_MAD_545008_1 & 2023_MAD_545255_1** for various works under Chakdaha Municipality. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-18/2023-24** for **"Construction of Storm Water Drainage at different wards within Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2023_MAD_545307_1 to 2023_MAD_545307_4.**

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

Short Notice Inviting Spot BID-01/ MSD/ PHED OF 2023-2024

Sealed Tenders are invited by the Executive Engineer, Murshidabad-Division, PHE Dte. for Providing temporary water supply and sanitary arrangement to accommodations CAPF in connection with Panchayet General Election 2023 with in Murshidabad District. Last date of application is **05/07/2023 up to 2.00 P.M.** For details, please visit the website: www.wbphed.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Murshidabad-Division
P.H.Engineering Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ৮৬_২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৩.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসন- **সিনি.** ডিইএন/৪/ এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় পিকিউআরএস দ্বারা/হাতে হাতে সিটিআর(পি) - ৮.২ টিকেএম এনএইচটি - এজেড ডাউন বিআর লাইন ৪৩.৭ - ৪৫.৯ = ২.২ কিমি কেএএন - এসএনটি আপ এসবিজি লুপ ৫৯.৫ - ৬১.৫ = ০২ কিমি, ৬৪ - ৬৮ = ০৪ কিমি মোট - ৮.২ কিমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ২,০৮,৭১,২৬৫.৮১। **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৫৪,৪০০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখটিতে কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিল করার অনুমোদন দেবে না তাই অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনো পরিবর্তন হবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টোয়। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদানঃ প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি), ই-টেন্ডারিং-এর জন্য প্রদেয় এই মূল্যগুলি কেবলমাত্র নেট ব্যাংকিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহূত টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-131/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender 3rd Call
E-Tender Notice No. ET-419/PW/Eng/2022 dated 03.11.2022
Memo No. 495/PW/Eng/2023 dated 30.06.2023

Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০৪/২৩-২৪ তারিখঃ ০৪.০৭.২০২৩ স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in** -তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৩৫১৩৯	১০ বছর এএমসি সহ লিফট্	(১) ১টি (২) ১ সেট	১০.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০১২৩৫০৫৬	মেধা রেকের জন্য ইউনিট এক্সচেঞ্জ স্পেয়ার্স	(১) ১ সেট	০৬.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০২২২৫১৬৪বি	(১) আর্থ ইলেকট্রোড এবং জিআই আর্থিং বাস	(১) ১৮২টি, (২) ৭৭.৭৯ এমটি	১২.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০২২২৫২১৬এ	১৪৪ এএইচ, ২২০ভি রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক	(১) ৫ সেট	১৭.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০১২৩৫১৩৩	অন-বোর্ড হুইল ফ্ল্যাঞ্জ লুব্রিকেশন	(১) ৫৪ সেট	১৩.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০১২৩৫০৩২	অক্সিলিয়ারি সুইচ ১ এএমপি এবং ৪ এএমপি	(১) ৫৩২ টি, (২) ৬০৮ টি	১৭.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০২২৩৫১৬৬	এমএসইউ-এর জন্য ট্যাপার রোলার বিয়ারিং	(১) ১০০ সেট	২৪.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০১২৩৫১১৬	বিএইচইএল এসি রেকের জন্য ইকুইপমেন্ট কেস-I	(১) ৬টি	২৭.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০১২৩৫১১৮	ট্র্যাকশন মোটরের মোটর সাসপেনশন টিউব	(১) ১০০টি	২৭.০৭.২০২৩, দুপুর ২টো
০২২২৫২০৩বি	এএমসি সহ এসক্যালেটর	(১) ২৯টি	০৮.০৮.২০২৩, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

সাডেন ডেথে কুয়েতকে হতাশায় ডুবিয়ে সাফের শিরোপা ভারতেরই

নিজস্ব প্রতিনিধি: দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়াম। ভারতের জয় দেখতে গ্যালারিতে ভিড় করেছিলেন ২৬ হাজার ফুটবলপ্রেমী। ১২০ মিনিট ১-১ সমতা শেষে ভারতের সমর্থকেরা তৃপ্তি নিয়েই ছেড়েছেন মাঠ। কুয়েতকে টাইব্রেকারের ভাগ্য পরীক্ষায় হারিয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রেখেছে স্বাগতিক দল।

এর আগে ২০০৩ সালে সাফের ফাইনাল দেখেছিল টাইব্রেকার। মালদ্বীপকে হারিয়ে সেবার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ২০০৯ সালে ঢাকাতেই টাইব্রেকারে মালদ্বীপকে হারায় ভারত।

১৪ বছর পর ভারতকে সাফের আরেকটি টাইব্রেকারে শিরোপা জেতাতে শেষ বেলায় নায়ক হয়ে ওঠেন ভারতের গোলকিপার গুরপ্রীত সিং। টাইব্রেকারে ৪-৪ শেষে সাডেন ডেথে কুয়েতের প্রথম শটটা আটকে তিনি দলকে নিয়ে যান জয়ের বন্দরে। তার আগে টাইব্রেকারে ৫ শটে দুই দলই করেছে ৪টি করে গোল। কুয়েত প্রথম শটে গোল করতে পারেনি, ভারত পারেনি চতুর্থ শটে গোল করতে।

১৪তম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রথম অবশ্য গোলটা করেছিল কুয়েত। ১৪ মিনিটে শাবিব আল খালদির গোলে ১-০। ভারতের সমর্থকেরা স্তব্ধ হয়ে যান কিছু সময়ের জন্য।

৩৮ মিনিটে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের গোলে ভারত ম্যাচে ফিরলে আবার প্রাণ ফেরে গ্যালারিতে। এরপর নির্ধারিত ৯০ মিনিটে আর গোল হয়নি। অতিরিক্ত সময়ও দেখেনি কোনো গোল।

এর আগে প্রথম সেমিতে কুয়েত অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গোল করে হারায় বাংলাদেশকে (১-০)। টাইব্রেকারে লেবাননকে হারিয়ে ভারত এসেছে ফাইনালে। অর্থাৎ টানা দুটি ম্যাচ তারা জিতেছে টাইব্রেকারে। সাফে এটি ছিল তাদের ১৩তম ফাইনাল। ২০০৩ সালে শুধু একবারই ফাইনালই খেলতে পারেনি ভারত। আটবারই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়নও ভারত। এ নিয়ে সাফে নবম শিরোপা জয় সুনীল ছেত্রীর দলের।

দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোর মধ্য নিজেদের আর প্রমাণের কিছু নেই ভারতের।

তাই ভারতের প্রস্তাবেই এই প্রথম সাফে দুটি অতিথি দল নিয়েছে আয়োজকেরা। সেই দুই অতিথির একটি লেবানন, অন্যটি কুয়েত। ফাইনালে কুয়েতের সঙ্গে লড়াই করে টাইব্রেকারে জয় ছিনিয়ে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বটা ধরে রাখল ভারত।

মার্টিনেজের অনুষ্ঠান মঞ্চে জ্বলজ্বল করছে এটিকে মোহনবাগান লোগো, তুঙ্গে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এটিকে মোহনবাগান নয়, আগামী মরশুম থেকে দল নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নামে। গতবার আইএসএল জয়ের পরই এই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন দলের ডিরেক্টর সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। আবার সোমবার প্রকাশ্যে আসে মোহনবাগানের নতুন লোগো। আর তারপরও মঙ্গলবারের শহর কলকাতায় যে ছবিটা ধরা পড়ল, তাতে বেশ বিরক্ত সবুজ-মেরুন ভক্তরা। মোহনবাগান কর্তার সামনেই জ্বলজ্বল করছে এটিকে মোহনবাগানের লোগো। সোমবার প্রথমবার শহরে পা রেখেছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টেনেজ। যাঁকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা তুঙ্গে। আজ, মঙ্গলবার বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন তিনি। যেমন এদিন দুপুরে মিলন মেলা প্রাঙ্গনে 'তাহাদের কথা' অনুষ্ঠানে যোগ দেন মার্টিনেজ। যে মঞ্চে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের তরফে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয় তাঁকে। কিন্তু সেই মঞ্চের ব্যাকড্রপ নিয়েই তৈরি হয়েছে

তুমুল বিতর্ক। দেখা যাচ্ছে, জ্বলজ্বল করছে এটিকে মোহনবাগানের লোগো। অর্থাৎ যে লোগোর বর্তমানে কোনও অস্তিত্বই নেই, সেই লোগো দিয়েই সেজেছে অনুষ্ঠান মঞ্চ। আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। অর্থাৎ তাঁর সামনেই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের ফুটবল দলের ভুল নাম জানছেন বিশ্বজয়ী তারকা। যা মেনে নিতে পারছেন না সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। তবে শুধু মোহনবাগান লোগো বিতর্কই নয়, একইভাবে ইস্টবেঙ্গল লোগো নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারণ সেখানেও পুরনো এসসি ইস্টবেঙ্গলের লোগো। আর তার সামনে দাঁড়িয়েই মার্টিনেজের সঙ্গে পোজ দিলেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। এদিন ক্লাবের আজীবন সদস্য পদের কার্ড মার্টিনেজের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলের তরফে। তবে বিশ্বকাপ জয়ী তারকার সামনে কেন এমন অব্যবস্থা? প্রশ্ন তুলছেন ফুটবল সমর্থকরা। চলছে জোর বিতর্কও।

'রোনাল্ডো শুধুই ফুটবলার, মেসি অন্য গ্রহের', কলকাতায় এসে পার্থক্য বোঝালেন এমি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার সকাল সকাল কলকাতায় বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার দর্শন। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালের অন্যতম নায়ক। সোমবারই কলকাতায় এসেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এদিন দুপুরে মিলনমেলায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমি। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান উভয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। এরপর প্রশ্নোত্তরের পালা। সেখানে লিওনেল মেসির প্রসঙ্গ উঠে এল বারবার। কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন অনুরাগীদের সঙ্গে। লিওনেল মেসি বনাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ঝঞ্জ.ঞ্ট বিতর্কের জবাব দিলেন অকপটে। বললেন, তমেসির কোনও বিকল্প নেই। অন্যদের হতে পারে। তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। রোনাল্ডোর তো নয়ই।দ এমির মতে, রোনাল্ডো শুধুই একজন ফুটবলার। এর চেয়ে বেশি কিছু নন। কিন্তু মেসি হলেন অন্য গ্রহের।

ছবি: অদিতি সাহা

কাতার বিশ্বকাপ জুড়ে লিওনেল মেসির অন্যতম ভরসার পাত্র ছিলেন এমি মার্টিনেজ। ফাইনাল ম্যাচে পেনাল্টি শুট আউটে এমিই নায়ক হয়ে ওঠেন। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার হাতে ওঠে ফিফা বিশ্বকাপ। এরপর হাসতে হাসতে অবসর নিতে পারেন মেসি। তার আগে লিওর হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত ডিবু। তিনি বলেছেন, তবিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিয়েছি।দ মিলনমেলার অনুষ্ঠানে ডিবুর মুখে মেসির প্রশংসা শোনা গেল বারবার। বললেন, তমেসিকে আমরা বিশ্বসেরা বলি। ওকে আমরা সিংহ বলি।দ একইসঙ্গে তাঁর মুখে শোনা গেল রোনাল্ডোর প্রসঙ্গ। মেসি না রোনাল্ডো, কে সেরা? আল নাসের তারকাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না মার্টিনেজ। দুই ফুটবল তারকার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা অকপটে বুঝিয়ে দিলেন। এমি বলেছেন, তরোনাল্ডো শুধুমাত্র একজন ফুটবলার। কিন্তু মেসি অন্য গ্রহের। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর জায়গা কেউ নিতে পারবেন না।দ কলকাতায় পা রেখেই বলেছিলেন, 'আমার স্বপ্ন পূরণ হল।' আর্জেন্টিনাকে নিয়ে তিলোত্তমাবাসীর আবেগ দেখে আপ্লুত তিনি। ক্যাজুয়েল পোশাক ও ফুরফুরে মেজাজে বিশ্বকাপার বললেন, তকলকাতায় এসে বুঝলাম আর্জেন্টিনার প্রতি সমর্থকদের আবেগ। বিশ্বকাপ না জিতলে হয়তো এই স্বপ্নগুলো পূরণ হত না।

শ্রীলঙ্কার প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ের পয়লা নম্বরে চামারি আতাপাত্তু

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফমন্সের সুবাদে বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন চামারি আতাপাত্তু। তিন ম্যাচে ২টি শতরান-সহ মোট ২৪৮ রান সংগ্রহ করেন শ্রীলঙ্কার ক্যাপ্টেন। ফলে অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনিকে সরিয়ে আইসিসির এক নম্বর মহিলা ওয়ান ডে ব্যাটারের মুকুট মাথায় পরেন তিনি। প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ডকে দ্বিপাক্ষিক ওয়ান ডে সিরিজে হারানোর পরেই ফের খুশির খবর শ্রীলঙ্কার মহিলা ক্রিকেটে। কেননা এই প্রথম শ্রীলঙ্কার কোনও মহিলা ক্রিকেটার বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটারের সম্মান অর্জন করলেন।

ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট মিলিয়ে আতাপাত্তু শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ব্যাটার, যিনি আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন। তাঁর আগে শ্রীলঙ্কার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন সনৎ জয়সূর্য।চামারি ৬ ধাপ লাফ দিয়ে সিংহাসনে বসায় ওয়ান ডে ব্যাটারদের প্রথম দশে বিস্তর রদবদল হয়। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ করে পিছিয়ে যেতে হয় বেথ মুনি, লরা উলভার্ট, ন্যাট সিভার, মেগ ল্যানিং, হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মন্ধনাকে। ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমন্ট এক ধাপ উঠে ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকায় প্রথম দশে ঢুকে পড়েন।

হরমনপ্রীত ও মন্ধনা আপাতত মহিলা ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকায় যথাক্রমে ছয় ও সাত নম্বরে অবস্থান করছেন। দীপ্তি শর্মা রয়েছেন ২০ নম্বরে। শেফালি বর্মা জায়গা করে নিয়েছেন ৩৬ নম্বরে।

বিতর্কের আগুনে জ্বলছে অ্যাসেজ, আসরে নামলেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটি দল বলছে, 'নিয়ম মেনেই আউট হয়েছে। এতে বিতর্কের কিছু নেই।' অন্য টিমের বক্তব্য, 'নিয়মটাই সব! ক্রিকেটীয় স্পিরিট কোথায় গেল?' সবেমাত্র চলতি অ্যাসেজ সিরিজে দুটি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে লর্ডস টেস্ট নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। জনি বেয়ারস্টোর অদ্ভুত আউট প্রবল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দুই দলের ক্রিকেটাররা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। কথার লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকরা। বাদ রইলেন না দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক 'ক্রিকেট স্পিরিট' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ঘটনা যাই হোক, প্যাট কামিন্সদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ । সব মিলিয়ে অ্যাসেজ সিরিজ ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে বই কমছে না।

লর্ডস টেস্টে অদ্ভুতভাবে আউট হন ইংল্যান্ডের ব্যাটার জনি বেয়ারস্টো। ভুল করে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে বেন স্টোকসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখনই সুযোগ বুঝে তাঁকে রান আউট করেন অ্যালেক্স ক্যারি। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেন, তআমি এভাবে জিততে চাইতাম না। এটা ক্রিকেটের নীতির বিরুদ্ধে।দ স্টোকসের কথার রেশ শোনা গেল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের গলাতেও। তিনি বলেন, তস্টোকসের সঙ্গে আমি একমত। অস্ট্রেলিয়ার মতো করে ম্যাত জিততে চাইতাম না।দ একইভাবে প্যাট কামিন্সরাও পাশে পেয়েছেন তাঁদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে। ইংলিশ ফ্যানদের কটাক্ষের জবাবে অ্যান্থনি আলবানিজ বলেন, তআমরা নিজেদের মহিলা ও পুরুষ ক্রিকেট টিম নিয়ে গর্বিত। যারা অ্যাসেজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম দুটি করে ম্যাচ জিতেছে। পুরনো অজিদের মতো। যারা সবসময় জিততে ভালোবাসে। অস্ট্রেলিয়া সবসময় অ্যালিসা হিলি ও প্যাট কামিন্স ও তাঁদের টিমের পাশে থাকবে। জয়ী দলকে স্বাগত জানাতে তৈরি।

ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে আইপিএল খেলার কথা ভাবছেন আমির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৮ সালের প্রথম আইপিএলে খেলেছেন পাকিস্তানের বেশ কয়েক ক্রিকেটার। শোয়েব আকতার, সোহেল তানভীররা সেই আইপিএলে বেশ আলো ছড়িয়েছিলেন। তবে দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে এরপর আর আইপিএলে খেলা হয়নি পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটারের। ভুল! একজন অবশ্য খেলেছেন। তিনি পাকিস্তানি অলরাউন্ডার আজহার মেহমুদ। এই অলরাউন্ডার অবশ্য খেলেছেন 'ব্রিটিশ' ক্রিকেটার হিসেবে। এবার পাকিস্তান পেসার মোহাম্মদ আমিরও আজহার মেহমুদের পথে হাঁটতে পারেন। ২০২৪ সাল থেকে আইপিএল খেলার কথা ভাববেন এই পেসার।

পাকিস্তানের অলরাউন্ডার আজহার মেহমুদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার পর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেন। ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকার কারণে আইপিএলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মেহমুদ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এক মৌসুমে ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে দুই মৌসুম খেলছেন তিনি। হঠাৎ এই অলরাউন্ডারের পথে আমির হাঁটতে পারেন এই আলোচনা কেন? ২০২০ সালের ডিসেম্বরে আমির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। কারণ হিসেবে তিনি তখনকার বোর্ড ও কোচিং স্টাফদের দ্বারা 'মানসিক অত্যাচার'-এর অভিযোগ আনেন। পরে শোনা যায়, কোচের পদ থেকে মিসবাহ-উল হক ও ওয়াকার ইউনিস এবং পিসিবি চেয়ারম্যানের পদ থেকে রমিজ রাজা সরে গেলে

আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারেন। তাঁরা সবাই সরে গেলেও পাকিস্তানের জার্সিতে আমিরের ফেরার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

৩১ বছর বয়সী এই পেসার ব্রিটিশ নাগরিক নাজরিস খানকে বিয়ে করায় আগামী বছরই পেতে যাচ্ছেন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব। এ কারণেই আমিরের আইপিএল খেলা নিয়ে আলোচনা উঠেছে। এর জবাব স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমে দিয়েছেন আমির। পাকিস্তানের হয়ে ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতা এই ক্রিকেটার জানিয়েছেন, 'প্রথমত, আমি ইংল্যান্ডের হয়ে খেলব না। আমি পাকিস্তানের হয়ে খেলেছি। দ্বিতীয়ত, এখনো এক বছর লাগবে। তখনকার পরিস্থিতি কী হবে? আমি সব সময়ই বলি, আমি ধাপে ধাপে এগোই। আমরা জানি না, আগামীকাল কী হবে, ২০২৪ সাল থেকে আইপিএল নিয়ে ভাবা শুরু করব।' পাকিস্তানের জার্সি তুলে রাখলেও বিশ্বের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেন আমির। সম্প্রতি জিম্বাবুয়েতে হতে যাওয়া জিম অ্যাফ্রো টি-টেন লিগের দল ডারবান কালান্দার্সে নাম লিখিয়েছেন এই পেসার।

'দুর্নীতিতে জর্জরিত বোর্ড', ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতি আফগান ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আফগানিস্তানের ক্রিকেটার উসমান ঘানি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আপাতত বিরতি নিচ্ছেন তিনি। বিরতি নেওয়ার কারণের পিছনে রয়েছে আফগান ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতি। রশিদ খানদের সতীর্থর দাবি, যদি কখনও বোর্ড ঠিকঠাক ভাবে কাজ করে তখন ফেরার কথা ভেবে দেখতে পারেন তিনি।

আপাতত অবসর নেওয়ার কথা ঘোষনা করে উসমান তিনটি টুইট করেন। প্রথম টুইট করে তিনি বলেন, 'আমি ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বোর্ডের মাথায় যারা রয়েছে তারা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই আমি আর আফগান বোর্ডের হয়ে খেলবো না। তবে আমি পরিশ্রম করা ছাড়বো না। যদি কখনও ঠিকঠাক ভাবে কর্মকর্তারা কাজ করবে তখন ফিরে আসার কথা ভাবতে পারি।'

দ্বিতীয় টুইট করে তিনি বলেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক হলে ও বোর্ড দুর্নীতিমুক্ত হলে তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে ফিরে আসব। তার আগে পর্যন্ত দেশের হয়ে খেলতে

চাই না। বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে অনেকবার দেখা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখা করতে পারিনি।' এরপরেই তৃতীয় টুইট করে বলেন, 'আমাকে দল থেকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে পারেনি নির্বাচকেরা।' উসমান নিজের দেশের হয়ে ৩৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং ১৭টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। ১৭টি একদিনের ম্যাচের মধ্যে একটি ম্যাচে শতরান রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে এখনও পর্যন্ত তিনি ১২২১ রান করেছেন। একদিনের ম্যাচে আফগানিস্তানের হয়ে উসমানের অভিষেক হয় ২০১৪ সালে।

২৬ বছরের এই ক্রিকেটার নিজের দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেন এই বছর মার্চ মাসে। এছাড়াও তিনি টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগে ঢাকা ডমিনেটর্সের হয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলেন উসমান। এই মুহূর্তে আফগান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হলেন মিরওয়াইস আশরফ। যিনি একসময় দেশের হয়েও ক্রিকেট খেলতেন।

আশরফ ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট খেলেছেন আফগানিস্তানের হয়ে। ২০২১ সাল থেকে তিনি ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আছেন। ২০২১ সালে আফগান সরকার তালিবানদের দখলে ছিল।

সেই বছরে অগাস্ট মাসে তালিবানরা ক্রিকেট বোর্ডের সদর দফতরের দখল নেয়। সেই সময় তালিবানদের সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আব্দুল্লাহু মাজারী। তালিবানরা অবশ্য বোর্ডের কাজ কর্ম বিষয়ে মাথা ঘলায়নি।কাজ যেমন চলছে তেমনই চালাতে বলা হয় বলেই আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড থেকে জানা যাচ্ছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**